- বর্ষ ২০২২
- সংখ্যা ০১
- জানুয়ারি- মার্চ

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ২১ বছর

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমানের ৭ম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

১৮ ফেব্রুয়ারী ছিল ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ এর ৭ম মৃত্যুবার্ষিকী। এ উপলক্ষে ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে খতমে কোরআন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী, পরিচালক মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, উপপরিচালক মফিজুর রহমান, মারুফুল করিম চৌধুরী, সহকারি পরিচালক খালেদা আকতার, সাদিয়া রহমানসহ সকল কর্মকর্তাবৃন্দ। একইদিন সকালে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলেও প্রয়াত পরাণ রহমান স্মরণে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতার, শিক্ষক জান্নাতুল মাওয়া, নাজমা আক্তার, তানজিনা হক, মাওলানা আকবর আলীসহ স্কুলের কর্মচারীবৃন্দ।

উল্লেখ্য ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা মরহুমা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ১৯৪০ সালে ০১ জুন চট্টগ্রাম এনায়েত বাজার বাটালীরোডস্থ মাতুতালয় মায়াকুটরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ১৯৭২ সালে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরাণ রহমান উন্নয়ন সেক্টরে একজন অতিপরিচিত এবং নন্দিত নারী। তিনি সমাজের অচ্ছুত সম্প্রদায়ের দলিত/ হরিজন কমিউনিটি, উপকুলীয় জেলে, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি সাঁওতাল, ওঁরাও সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন, শিশু অধিকার, প্রবীণ অধিকার নিয়ে কাজ করেছেন।

◢ বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

২০২০ সালে সেরা আর্থিক প্রতিবেদন
ঘাসফুলের সাফা পুরস্কার (অ্যাওয়ার্ড) অর্জন

সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টস (সাফা) ২০২০ সালের সেরা বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করেছে। ২০২০ সালে সেরা বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টস (সাফা) পুরস্কার অর্জন করেছে ঘাসফুল। এনজিও ক্যাটাগরিতে ঘাসফুল প্রথম স্থান লাভ করে। গত ০৯ ফেব্রুয়ারি দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব শ্রীলংকা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রতিষ্ঠান গুলোর কাছে পুরস্কার তুলে দেন আইসিএবির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন এফসিএ। সংস্থার পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন ঘাসফুল আর্থিক ও হিসাব বিভাগের উপপরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাফা'র উপদেষ্টা এ কে এম দেলোয়ার হোসাইন এফসিএমএ, আইসিএবি'র সাবেক সভাপতি মাহমুদুল হাসান খসরু এবং কাউন্সিল সদস্য মো. হুমায়ুন কবীর এফসিএ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট'র (আইইআর) শিক্ষার্থীদের ঘাসফুলে ইন্টার্নশীপ সমাপনী

শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পাশাপশি ব্যবহারিক জ্ঞানার্জন প্রয়োজন। দক্ষ জনশক্তি তৈরী, উন্নয়ন সেক্টরে কাজ করতে আগ্রহী মেধাবীদের উৎসাহিত করাসহ বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৯৮সাল থেকে ঘাসফুল ইন্টার্নশীপ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এখানে উল্লেখ্য যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়ামসহ দেশের বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু শিক্ষার্থী ও গবেষক মাঠ পর্যায়ের কাজ শিখতে ও গবেষণা করতে ঘাসফুল ইন্টার্নশীপ প্রোগামের অধীনে তাদের কোর্স সম্পন্ন করে। তারই ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট'র (আইইআর) দশজন শিক্ষার্থী গত জানুয়ারী মাসে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে ইন্টার্নশীপ শুরু করে।

২৪ মার্চ চবি শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশীপ সমাপনী উপলক্ষে ঘাসফুল এর উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে ঘাসফুল-চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী বলেন, পরাণ রহমান নিজেকে শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন। তাঁর জীবন দর্শন ছিল "ভ্রুণ থেকে কবর পর্যন্ত" মানুষের সেবা করা। তিনি আরো বলেন, ভবিষ্যতে আমরা একসাথে কাজ করব এবং কোয়ালিটি এডুকেশন নিশ্চিত করব। ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আক্তার এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী ইন্টার্ণশীপ করতে আসা চবি শিক্ষার্থীদের ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে স্বাগত জানান এবং ইন্টার্ণশীপের জন্য ঘাসফুলকে মনোনীত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এসময় ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমানের উপর নির্মিত ভিডিও ডকুমেন্টরী প্রদর্শন করা হয়।

অনুভূতি প্রকাশ করেন ইন্টার্ণশীপ করতে আসা চবি শিক্ষার্থী রাশেদা আকতার, মোঃ রাজ্জাক হোসেন রাজু, হারুনুর রশীদ, নাজমুল হাসান, সাবিহা বিনতে জসিম, ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক জান্নাতুল মাওয়া, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট'র সহকারি অধ্যাপক সুমন কিশোর নাথ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক মার্জিয়া খাতান স্মিতা, রোবেল আহম্মেদ।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টার্ণশীপ করতে আসা চবি শিক্ষার্থী উলফাতুন নেছা মুক্তা, সায়মা আক্তার, ফারজানা আলম, তুষার দাশ, মোঃ মোরশেদ আলম, নাজমুল হাসান, ঘাসফুল'র সহকারি পরিচালক সাদিয়া রহমান, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সৈয়দ মামুনুর রশীদ, সহকারি ব্যবস্থাপক (পাবলিকেশন) জেসমিন আক্তার, কর্মকর্তা আবদুর রহমান, ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষিকা তানজিনা হক, নাজমা আক্তার, ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষিকা শিরিন সুলতানা প্রমুখ।

ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমানের ৭ম মৃত্যুবার্ষিকী.... ১ম পৃষ্ঠার পর

পরাণ রহমান কাজ করেছেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতীত বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতি আদায়ে এবং তাদের পুনর্বাসনে। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে, দেশের অভ্যন্তরে শেল্টার ফোর্স হিসেবে লড়াই করেছেন দেশমাতৃকার স্বাধীনতাযুদ্ধে। নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে তাঁর রেখে যাওয়া কীর্তি বিবেচনা করে বর্তমান সরকার পরাণ রহমানকে বেগম রোকেয়া পদক-২০২১-এ ভূষিত করেন। রাষ্ট্রীয় এই সম্মান বেগম রোকেয়ার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে পরাণ রহমানের যথার্থ মূল্যায়ন। যদিও দীর্ঘদিন পর তিনি মরণোত্তর পদক পেলেন। অবসরে তিনি ছোটগল্প, কবিতা, এবং পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন চলমান ইস্যু নিয়ে লেখালেখি করেছেন। তাঁর লেখা অনেকগুলো প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা এবং গ্রন্থ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর লেখা ১০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ঘাসফুল পরিবার প্রয়াত পরাণ রহমানের ৭ম মৃত্যুবার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে।

ঘাসফুল আয়োজিত ওয়েবিনারে বক্তারা;
কোভিডকালীন শিক্ষাক্ষতির পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ জরুরি

কোভিডকালীন শিক্ষাখাতে প্রাইভেট সেক্টরে কোন প্রণোদনা দেয়া হয়নি। বহু বেসরকারি স্কুল আর্থিক সংকটের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে, বেতন না পেয়ে বহু শিক্ষক পেশা পরিবর্তন করেছে। কোভিডকালীন দেশের ৯১ শতাংশ শিশু, তরুণ মানসিক চাপে রয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে মানসিক রোগে ভুগছে। শিক্ষাক্ষতি পুষিয়ে নিতে ডে-শীফটে ফিজিক্যাল ক্লাস এবং সন্ধ্যাকালীন অনলাইন ক্লাস চালু করা যায়। গত ১৯ ফেব্রুয়ারী ঘাসফুল আয়োজিত 'কোভিড ১৯: শিক্ষা ক্ষতি-পুনরুদ্ধার ভাবনা' শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। ঘাসফুল চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল এর সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে পিকেএসএফ-চেয়ারম্যান ও জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান জনাব ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, কোভিডকালীন ক্ষয়ক্ষতি পুনরুদ্ধারে নাগরিক সমাজ ও শিক্ষক সমাজ নিয়ে ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। পুনরুদ্ধার ও এগিয়ে চলার প্রক্রিয়াটি মানবকেন্দ্রিক ও জনবান্ধব হতে হবে। কোভিডকালীন ক্ষয়ক্ষতি নিরূপনে আরো গবেষণা প্রয়োজন। ক্ষয়ক্ষতির ব্যবধান রয়েছে, যেমন ধনী-দরিদ্র, শহর-গ্রাম, আবার গ্রামাঞ্চলের হাওড়-বাওড়, পাহাড়, চর, দ্বীপ, উপকুলীয়, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কোভিডকালীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকাতে আবার জীবিকা হারিয়ে অনেকেই গ্রামে চলে যান। এক্ষেত্রে পুনরুদ্ধার কাজে গ্রামে চলে যাওয়া শিক্ষার্থীদের দিয়ে অন্যদের পাঠদানের মাধ্যমে বেস্ট প্র্যাকটিস প্রচলন করতে হবে। শিক্ষাখাতে বাজেটের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষাখাতের ক্ষয়ক্ষতির পুনরুদ্ধার ভাবনাকে এসডিজি-০৪ এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হিসেবে তৈরী করতে হবে। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী প্রফেসর ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন, অনতিবিলম্বে কোভিডকালীন শিক্ষাক্ষতির একটি পুর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা জরুরী। কোভিডকালীন প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক এবং নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল এবং শিক্ষার্থীদের যে পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তার প্রতি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন উদ্যোগে সরকারের পাশাপাশি নাগরিক উদ্যোগের পরিসর বাড়াতে হবে। ওয়েবিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইমেরিটাস প্রফেসর ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ড. এম. এ. সাত্তার মন্ডল, বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এ. এফ. ইমাম আলি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ও শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. গোলাম রহমান, সাবেক মুখ্যসচিব ও ইউসেপ বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুল করিম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. বেণু কুমার দে, চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোঃ আবু রায়হান দোলন। তারা বলেন, কোভিডকালীন যে অনলাইন পাঠদান শিক্ষা সংস্কৃতি, দক্ষতা তৈরী হয়েছে তা ধরে রাখতে হবে, কোনভাবেই বাদ দেয়া যাবে না। বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে ডিজিটাল অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করা হয়েছে। এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে গ্রামেগঞ্জের সকল শিক্ষার্থীদের অনলাইন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হবে।

উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ঢাকা এর সিনিয়র অপারেশন অফিসার ফর এডুকেশান মোখলেসুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন, চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. হাসান শাহরিয়ার কবির, ডা. খাস্তগীর সরকারী বালিকা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহেদা আক্তার, লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঞ্জীব কুসুম চৌধুরী, ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল এর অধ্যক্ষ মাহমুদা আক্তার, রাংগুনিয়াস্থ পশ্চিম শিলক বেদৌরা আলম চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক রুবিনা ইয়াসমিন, হাজী মুহাম্মদ মহসীন কলেজ এর অধ্যক্ষ প্রফেসর কামরুল ইসলাম, এনায়েত বাজার মহিলা কলেজ এর অধ্যক্ষ তহুরিন সবুর ডালিয়া, এমজেএফ এর সমন্বয়কারী (চাইল্ড প্রটেকশন) রাফিজা শাহীন, ব্র্যাক এর চিফ অব পার্টি মাহমুদ হাসান, গণস্বাক্ষরতা এর ডেপুটি ডিরেক্টর তপন কুমার দাশ, চিটাগং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি (সিআইইউ) এর শিক্ষার্থী মোঃ মনজুর হোসেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাশেদা আক্তার, সাবিহা বিনতে জসিম প্রমুখ। উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তারা বলেন, দেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি নন-ফরমাল এডুকেশনে যে সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠির শিশু শিক্ষার্থীরা রয়েছে, তাদের বিষয়েও ভাবতে হবে। কোভিডকালীন শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে সকল ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তার নিরূপন করতে হবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্লাশ কার্যক্রম পরিচালনা করা জরুরী। কোভিডকালীন ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে শিক্ষার্থীদের উপর অতিরিক্ত মানসিক চাপ প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তাও পর্যবেক্ষনে রাখা প্রয়োজন। দুর্যোগে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ' হয় নারীরা। মেয়েরা বাল্যবিয়ের শিকার হয়েছে। মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের যে সকল মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে, তাদেরকে শিক্ষাজীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে। ওয়েবিনারে সংযুক্ত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার প্রতিনিধি ঋষিকেশ বাবু, আশ্রয়'র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (এসডিপি) কে. এম. জি রব্বানী বসুনিয়া, ফুলকি'র অধ্যক্ষ শিলা মোমেন, নওগাছুঁ নিয়ামতপুর সরকারী হাই স্কুল এর প্রধান শিক্ষক মোঃ জাহাঙ্গীর কবির, ব্লুম চিটাগাং এর প্রতিষ্ঠাতা তাসনিম আবেদীন,

◢ বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

কোভিডকালীন শিক্ষাক্ষতির পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ জরুরি .... ৩য় পৃষ্ঠার পর

হাটহাজারী ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মুঈনীয়া বহুমূখী কামিল মাদ্রাসা এর অধ্যক্ষ মাওলানা আবুল ফরাহ মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন, ইউসেপ বাংলাদেশ এর চেয়ারপার্সন ও ঘাসফুল এর নির্বাহী সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, ইপসা প্রতিনিধি অপুর্ব দেব, কোডেক প্রতিনিধি ওয়াসিফ আলম, সংশপ্তক এর প্রধান নির্বাহী লিটন চৌধুরী, স্বপ্নীল ব্রাইট ফাউন্ডেশন এর প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ আলী শিকদার, ব্রাইট বাংলাদেশ ফোরাম এর প্রধান নির্বাহী উৎপল বড়ুয়া, চট্টগ্রাম ইনফো বাংলা এর সাংবাদিক এ্যানি বিশ্বাস পূজা। সবশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, আলোচনা থেকে উঠে আসা বিষয়গুলো চর্চা ও বাস্তবায়নে সকলকে সমন্বিত উপায়ে অংশগ্রহণের আহবান জানিয়ে, কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন।

সুপারিশমালাসমূহ:

১. কোভিডকালীন শিক্ষাখাতে যে পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তার সঠিক তালিকা করে তা নিরূপনে খুব দ্রুত একটি জাতীয় রোডম্যাপ তৈরী করতে হবে। ২. কোভিডকালীন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ বা বন্ধ হয়ে যাওয়া বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অতি দ্রুত পুনঃসচল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এধরণের সংকট মোকাবেলায় প্রথাগত পাঠদান থেকে সরে এসে সরকারি-বেসরকারি সকল শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করে শ্রেণীকক্ষে কার্যকর পাঠদান ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি নাগরিক উদ্যোগ, এনজিওদের সম্পৃক্ত করে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ বাড়াতে হবে। ৩. কোভিডকালীন যে সকল শিশু পাঠ্যক্রমে পিছিয়ে পড়েছে, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য রাষ্ট্রীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল শিশু দীর্ঘসময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় মানসিকভাবে অবসাদ ও নানা জটিলতার মখোমুখি হয়েছে তাদের সুস্থধারায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ প্রয়োজন। ৪. স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মঘন্টা বৃদ্ধি, বাৎসরিক ছুটি কমিয়ে নতুন সিডিউল করা সম্ভব হলে সংকট উত্তরণে কিছুটা হলেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। শিক্ষাক্ষতি কাটিয়ে উঠতে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুই শীফটে পাঠদান করা যায়। ডে-শীফটে ফিজিক্যাল ক্লাস এবং সন্ধ্যাকালীন অনলাইনে ক্লাস করানো যায়। তবে শিক্ষকরা যাতে ছাত্রছাত্রীদের উপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরী না করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পর্যাপ্ত গ্রুপ ওয়ার্ক, জয়েন্ট প্রেজেন্টেশান, প্রাতিষ্ঠানিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, খেলাধুলা, শিক্ষাসফর এবং ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে ইন্টারেকশানের পরিমাণ বাড়াতে হবে। ৫. শিক্ষা ব্যবস্থার এধরণের সংকট মোকাবেলায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিশেষ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন, পর্যাপ্ত বিনিয়োগ প্রয়োজন। ৬. শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ করে গ্রাম পর্যায়ে ব্যান্ড উইথ লার্নিং দক্ষতা বাড়াতে হবে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় দক্ষতা বাড়াতে হবে। ৭. শহর ও গ্রামে ডিজিটাল বৈষম্য কমাতে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

'কোভিড -১৯ পরবর্তী জনবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে করণীয়' শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। ঘাসফুল-চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারে স্বাগত বক্তব্যে ঘাসফুল'র সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী সংস্থার স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমগুলো তুলে ধরেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশিষ্ট মানবতাবাদি অর্থনীতিবিদ, পিকেএসএফ-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে মানবকেন্দ্রিক করে সাজাতে হবে। তিনি আরো বলেন, আমরা যারা বিভিন্ন দায়িত্বে বসে আছি তাদের সকলকে যথার্থ দায়-দায়িত্ব পালন করতে হবে। এজন্য মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের তরুণ প্রজন্মের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। গ্রামাঞ্চলে প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্যসেবা দিতে কমিউনিটি ক্লিনিক একটি চমৎকার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক বলেন, স্বাস্থ্য মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে স্বীকৃত। আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ (ক) এবং ১৮ (১) এ চিকিৎসাসেবা এবং জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃত দেয়া হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রাথমিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আলমা আতা ঘোষণাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘোষণায় স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ।

ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য চিকিৎসক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রাক্তন মহাপরিচালক প্রফেসর এম এ. ফয়েজ, পিএইচডি। তিনি বলেন, গত কয়েক দশকে অর্থনৈতিক অবস্থা ও স্বাস্থ্যখাতে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে, তবে কোভিড-১৯ আমাদের ঘাটতিগুলো উন্মোচন করে দিয়েছে। এই সংকট থেকে শিক্ষা নিয়ে টেকসই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। তিনি সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবায়নে গুরুত্ব আরোপ করেন।

স্বাস্থ্যনীতির মূল নির্যাস হলো, সুস্বাস্থ্য উন্নয়নের হাতিয়ার। ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমানের স্বাস্থ্য বিষয়ক দর্শন ছিলো, ভ্রুণ থেকে কবর পর্যন্ত। তিনি স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ঘাসফুল প্রতিষ্ঠা করে গর্ভবতী মা'দের স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং প্রশিক্ষিত ধাত্রীদের মাধ্যমে নিরাপদ মাতৃত্বের কার্যক্রম শুরু করেন। আজ থেকে বহু বছর আগে তিনি স্বাস্থ্যখাতের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। আমাদের স্বাস্থ্যসেবায় জরুরী মেরামত প্রয়োজন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। কোভিডকালীন পরিস্থিতি আমাদের স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতিগুলো উন্মোচিত করেছে। আমাদের দেশে মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থায় গত পঞ্চাশ বছরে কোন সংস্কার হয়নি, সনাতনী শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক চিকিৎসা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। স্বাস্থ্যসেবায় দক্ষ জনবল তৈরী করতে মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিকায়ন জরুরী। স্বাস্থ্যখাতকে জনবান্ধব করে তুলতে চিকিৎসা ব্যয় কমাতে হবে। বছরে সাড়ে বায়ান্ন লক্ষ মানুষ চিকিৎসাসেবা ব্যয়ে ক্ষতিগ্রস্থ' হচ্ছে এবং তারা দারিদ্রসীমার নীচে চলে আসছে। ঘাসফুল আয়োজিত ১৯ মার্চ

◢ বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

মেডিকেল শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিকায়ন জরুরি.... ৪র্থ পৃষ্ঠার পর

ওয়েবিনারের উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধের উপর আলোচনায় প্যানেল আলোচকগণ বলেন, সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে থেকে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবায়নে এবং মানবকেন্দ্রিক করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ/পার্টনারশীপ বৃদ্ধি, বরাদ্দ বৃদ্ধি, প্রতিশ্রুতি, অর্থ নিশ্চিতকরণ এবং মনিটরিং সুপারভিশন জোরদার করা প্রয়োজন। জরুরী ভিত্তিতে সার্বজনীন স্বাস্থ্যবীমা চালু করতে হবে। সনাতনী মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার করে মেডিকেল শিক্ষার আধুনিকায়ন, চিকিৎসকদের পর্যাপ্ত উচ্চতর শিক্ষা/প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্যখাতের প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল তৈরী, হেলথ সার্ভিস সিস্টেম পুনর্বিন্যাস, ডাটা ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, গবেষণা বৃদ্ধি, মেডিকেল প্রযুক্তির উন্নয়ন, যন্ত্রপাতি সচল রাখা অত্যন্ত জরুরী। প্যানেল আলোচকদের মধ্যে ছিলেন, ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি'র উপাচার্য প্রফেসর সিকান্দার খান, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডাঃ মোঃ ইসমাঈল খান, আইসিডিডিআরবি এর জেষ্ঠ্য বিজ্ঞানী ড. ফেরদৌস কাদরী, প্রাক্তন বিশ্বব্যাংক কর্মকর্তা ও ঘাসফুল এর প্রধান উপদেষ্টা ডাঃ সাদিয়া আফরোজ চৌধুরী, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন'র নির্বাহী পরিচালক ও গ্যাভী সিএসও স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডাঃ শাহিদা আক্তার, প্রাক্তন ডিজি হেলথ ডাঃ লুৎফর রহমান, ব্র্যাক হেলথ প্রোগ্রামের প্রাক্তন ইনচার্জ জালাল উদ্দীন আহমদ, পুষ্টিবিদ হাসিনা আক্তার লিপি। ঘাসফুল'র নির্বাহী সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম, ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের মেডিকেল অফিসার ডাঃ ফারহানা শামীম, এনজিও প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্লম চিটাগাং'র প্রতিষ্ঠাতা তাসনিম আবেদীন, স্বপ্নীল ব্রাইট ফাউন্ডেশন'র প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ আলী শিকদার, উৎস এর প্রধান নির্বাহী মোস্তফা কামাল যাত্রা, ব্র্যাক চট্টগ্রাম জেলা প্রতিনিধি আবদুল কাহহার। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক জনাব ড. মোহাম্মদ ফরিদুল আলম, স্কুল শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আক্তার। জনপ্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ সদস্য জনাব দিলোয়ারা ইউসুফ, উপকারভোগী সদস্য হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেখলবাসি আবদুল ওয়াদুদ, গার্মেন্টসকর্মী তাহমিনা আলম হীরা। কোভিড-১৯ ভুক্তভোগী হিসেবে ঘাসফুল এর উপপরিচালক মফিজুর রহমান তার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বলেন, জরুরী রোগী পরিবহনে অ্যাম্বুলেন্সে প্রশিক্ষিত দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী ও গাড়ীচালক রাখা প্রয়োজন, তাতে আমার মনে হয় অনেক মৃত্যু কমে যাবে। ওয়েবিনারে দেশের বিভিন্ন সেক্টর থেকে সংযুক্ত ছিলেন কোডেক'র নির্বাহী পরিচালক ড. খুরশিদ আলম, ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, ইউসেপ বাংলাদেশ এর চেয়ারপার্সন ও ঘাসফুল নির্বাহী সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ, ব্র্যাক এইচএনপিপি আইএফসি প্রকল্পের রিসার্স এসোসিয়েট ডাঃ সাকিব রহমান, ঘাসফুল'র সাধারণ পরিষদ সদস্য ইয়াসমিন আহমেদ, চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক সমিতি'র সভাপতি প্রফেসর জাহাঙ্গীর চৌধুরী, কোস্ট ফাউন্ডেশনের পরিচালক তারিক সাঈদ হারুন, ঘাসফুল এর মেডিকেল অফিসার ডাঃ নিবেদিতা দেবী, ডাঃ রওশন ফেরদৌস, বিটা'র সমন্বয়কারী কানিজ ফাতেমা, সংশপ্তক'র প্রোগাম ম্যানেজার জয়নাব বেগম চৌধুরী, ডাঃ খাস্তগীর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় সিনিয়র শিক্ষক ফাহমী নাহিদা নাজনীন, ঘাসফুল'র সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান, কমিউনিটি বেইজড চাইল্ড প্রটেকশন প্রকল্পের সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম, ঘাসফুল'র এসডিপি ফোকাল পার্সন মোঃ নাসির উদ্দীন, ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের ইনচার্জ সেলিনা আক্তার, প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনুর রশীদ, পাবলিকেশন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক জেসমিন আক্তার, এমআইএস বিভাগের ব্যবস্থাপক শাহাদাৎ হোসেন, কর্মকর্তা সৈয়দা নার্গিস আক্তার, শরীফ হোসেন মজুমদার, সুমন দেব, আবদুর রহমান, ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি আদিবা তারান্নুম, সেকেন্ড চান্স এডুকেশন এর সালেহা বেগম প্রমুখ।

সবশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী আজকের

আলোচনা থেকে উঠে আসা বিষয়গুলো চর্চা ও বাস্তবায়নে সকলকে সমন্বিত উপায়ে অংশগ্রহণের আহবান জানিয়ে, ওয়েবিনারে বক্তাদের বক্তব্যে উঠে আসা প্রস্তাবগুলো নিয়ে সাতটি (০৭) গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা উপস্থাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সুপারিশমালাসমূহ:

১. সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে থেকে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবায়নে এবং মানবকেন্দ্রিক করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ/পার্টনারশীপ বৃদ্ধি, বরাদ্দ বৃদ্ধি, রাষ্ট্রীয়করণ সক্ষমতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং মনিটরিং সুপারভিশন জোরদার করা প্রয়োজন। ২. সনাতনী মেডিকেল শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার করে মেডিকেল শিক্ষার আধুনিকায়ন, চিকিৎসকদের পর্যাপ্ত উচ্চতর শিক্ষা/প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্যখাতের প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল তৈরী, হেলথ সিস্টেম পুনর্বিন্যাস, ডাটা ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, গবেষণা বৃদ্ধি, মেডিকেল প্রযুক্তির উন্নয়ন, যন্ত্রপাতি সচল রাখা অত্যন্ত জরুরী। ৩. স্বাস্থ্যসেবায় গণমানুষকে সম্পৃক্ত করতে মাসমিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, মোবাইল প্রযুক্তি, কল সেন্টার এর চলমান উদ্যোগগুলোকে উন্নতকরণ ও স্কুলভিত্তিক স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা প্রয়োজন। ৪. গ্রামাঞ্চলে প্রান্তিক পর্যায়ে আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছাতে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর ক্ষমতায়ন ও আধুনিকায়ন করতে হবে। চিকিৎসা ব্যয় কমিয়ে চিকিৎসা সেবা সহজলভ্য করার উদ্যোগ গ্রহণ জরুরী। ৫. রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যসেবার প্রতিটি ক্ষেত্রে পেশাদার পুষ্টিবিদ নিয়োগ, সাইকোলজিস্ট নিয়োগ করার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষেত্রে রোগীদের কাউন্সিলিংয়ের বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে। এ সেক্টরে জনবল তৈরীতে উদ্যোগ নিতে হবে। ৬. স্বাস্থ্যসেবায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি চিকিৎসার গুণগত মানোন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যসেবা পারিপার্শ্বিক পরিবেশগত উন্নয়নসহ একটি সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা তৈরীতে শুধু স্বাস্থ্যকর্মী নয়, সমাজের অন্যান্যদেরকেও সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। ৭. কোভিড পরবর্তী স্বাস্থ্যসেবায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু এবং অন্যান্য রোগীদের জন্য আলাদা উদ্যোগ প্রয়োজন। এ বিষয়ে জিও/এনজিওদের সমন্বিতভাবে কাজ করার সুযোগ আছে। ৮. সার্বজনীন স্বাস্থ্যবীমা চালু করতে হবে।

নিরাপদ আম ও নিরাপদ খাদ্য;

নিরাপদ, বিষমুক্ত, স্বাস্থ্যসম্মত ও রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদনে আরো বেশী মনোযোগ প্রয়োজন

গত কয়েক দশক ধরে সারা পৃথিবীর মানুষের খাদ্যের যোগানে কৃষিবিদদের চিন্তা-চেতনায় ছিলো উন্নত প্রযুক্তি ও উচ্চফলনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন। পৃথিবীব্যাপী বাড়তি মানুষের খাদ্যের যোগান দিতে এই প্রচেষ্টা ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের বিবেচনায় বিষয়টি ছিলো আরো ভয়াবহ। একদিকে যেমন মানুষ বেড়েছে তেমনি নানা কারণে কমেছে কৃষিজমি। বাংলাদেশে কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে বর্তমানে খাদ্য উৎপাদন বহুগুনে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পন্নতা অর্জনে এগোচ্ছে। অধুনা জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত প্রভাবের মানুষের রোগব্যাধি বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যহানির ব্যাপকতার কারণে উচ্চফলন ও পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি সারাবিশ্বে এখন নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ইস্যুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশ বান্ধব কৃষি অর্থাৎ টেকসই কৃষি প্রযুক্তি এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের ইস্যুটি টেকসই উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারই সূত্র ধরে বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ইস্যুতে "বিষমুক্ত ও নিরাপদ আম উৎপাদন" বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল আলোচিত বিষয়। আমরা সবাই জানি বাংলাদেশের কৃষিতে আম একটি অর্থকরী ফসল এবং বর্তমানে সারাবিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত ফলের মধ্যে আম সবচেয়ে জনপ্রিয় সুস্বাদু ফল। বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার, স্বাদ-গন্ধ ও পুষ্টিমানের কারণে আমকে 'ফলের রাজা'ও বলা হয়ে থাকে। বর্তমান সরকার আমগাছের পরিচিতি, ফলের জনপ্রিয়তা, জাতীয় সঙ্গীতে আমের স্থান এবং দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে আম বাগানের নিবিড় সম্পর্ক থাকায় আমগাছকে জাতীয় বৃক্ষ ঘোষণা করেন। বাংলাদেশের আম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাজ্য, ইতালি, সুইডেন, জার্মানি, কুয়েত, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, হংকং ও ওমান। তবে রপ্তানীকৃত আমের অধিকাংশ ভোক্তা এখনো প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের আমকে পরিচিত করতে এবং নতুন নতুন দেশে বাজার সৃষ্টি করতে বহুমুখী সৃজনশীল উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। রপ্তানিযোগ্য আমের উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে কিছু শর্ত ও বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক, যেমন- প্রতিটি আম হবে রোগের জীবাণুমুক্ত এবং পোকামাকড়, হেভি মেটাল ও দাগমুক্ত। তাছাড়া আমের ওজন হতে হয় ২০০-৩৫০ গ্রাম, চামড়া রঙিন, শাঁস দৃঢ় ও অল্প মিষ্টতা থাকা বাঞ্ছনীয়। অনেক ক্ষেত্রে দেশীয় আমে উপরোক্ত বিষয়গুলোর কিছুটা অভাব পরিলক্ষিত হয় বিধায় সেই আমগুলোকে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হয় না। এছাড়াও আম রপ্তানির সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সীমিত আমের প্রাপ্তিকাল, পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ না থাকা, হট ওয়াটার ট্রিটমেন্টের সুবিধা না থাকা ইত্যাদি। এসব কারণে আম উজ্জ্বল, বেশি দিন স্থায়ী হওয়ার পাশাপাশি ফ্রুটফ্লাই মুক্ত করা যায় না। আম পাকানো ও সংরক্ষণকাল বৃদ্ধিতে ক্ষতিকর রাসায়নিক বস্তুর ব্যবহারও একটি বড় সীমাবদ্ধতা। এছাড়াও সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা যেমন- প্যাকেজিং ও পরিবহনের সীমাবদ্ধতা, মাঠ পর্যায়ের কৃষক ও রপ্তানিক-ারকদের সম্পর্ক না থাকা এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য না জানা, আর্ন্তজাতিক প্রচারণা না থাকা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম যথেষ্ট শক্তিশালী না হওয়া, আন্তর্জাতিক কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড না জানা, ফাইটো স্যানিটারি সার্টিফিকেট নিতে ঝামেলা/হয়রানি/দুর্নীতি, এয়ার কার্গো'র সীমাবদ্ধতা, পর্যাপ্ত সরকারি সহযোগিতা, নীতিমালা ও লোন সহযোগিতা না থাকা ইত্যাদি। আম রপ্তানীতে এয়ার কার্গো'র পাশাপাশি সহজ উপায়ে দ্রুত সময়ে পর্যাপ্ত জাহাজীকরণ এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, এতে করে কম ব্যয়ে অধিক আম রপ্তানী করা সম্ভব হয়ে উঠবে। আম রপ্তানীতে বাজার সম্প্রসারণে এক্সপোর্টার এসেসিয়েশন অব বাংলাদেশকে (ইএবি) শক্তিশালী করতে হবে। বাংলাদেশে অন্যান্য খাতে রপ্তানীতে যারা শীর্ষে রয়েছে তাদের সাথে আম রপ্তানীকারকদের মেলবন্ধন বাড়াতে হবে।

সবচেয়ে আশার কথা হলো এদেশের মাটি, জলবায়ু ও ভৌগলিক অবস্থান উপযোগী হওয়ায় এবং শ্রমিকের সহজলভ্যতা থাকায় গুণগতভাবে উৎকৃষ্ট আম উৎপাদন সম্ভব। আম সাধারণত বাংলাদেশের সব এলাকায় আবাদ হয়, তবে উঁচু মান, স্বাদ ও অধিক উৎকৃষ্ট আমচাষের উপযোগী মাটি ও কৃষি জলবায়ুর জন্য দেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে সর্বাধিক আম আবাদ হয়। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বাণিজ্যিকভাবে আমচাষ শুরু হয় সাতক্ষীরা ও তৎসংলগ্ন এলাকায়। তারপর এটি খুলনা বাগেরহাট হয়ে কক্সবাজার শুরু হয়। কক্সবাজারের পরে ব্যাপক হারে আমচাষ শুরু হয় রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে। বর্তমানে এসব এলাকা আমচাষে শীর্ষে অবস্থানে রয়েছে। আমচাষ অন্যান্য ফসলের তুলনায় বেশী লাভজনক হওয়ায় নতুন নতুন জেলায় আম বাগান বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে কিছু কিছু পাহাড়ি এলাকায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উচ্চফলনশীল ও মানসম্পন্ন আমের চাষাবাদ হচ্ছে। আমচাষ এসব এলাকার মানুষের আয়ের অন্যতম উৎসে পরিণত হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, বাংলাদেশের ২,৩৫,৩৪৮ একর জমিতে আম চাষ হয় এবং ১২,২২,৩৬৮ লাখ টন আম উৎপাদন হয় (বিবিএস, ২০২০, প্রকাশিত মে, ২০২১। ডিএইর তথ্য মতে বাংলাদেশে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৮৯৮৫০ হেক্টর জমিতে আমচাষ হয় এবং উৎপাদিত আমের পরিমাণ ২৪,৬৮,০৫০ টন। ২০২১ সালে বিশ্বে প্রায় ১.৫ বিলিয়ন ডলারের আম রপ্তানি বাণিজ্য হয়।

◢ বাকী অংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

নিরাপদ, বিষমুক্ত, স্বাস্থ্যসম্মত ও রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন... ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ ২০২১ সালে প্রায় ২৩০০ টন আম রপ্তানি করেছে (প্লান্ট কোরাইন্টাইন উইং, ডিএই), যা পূববর্তী বছরের প্রায় ৫ গুণ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী ২০২১ সালে ১ হাজার ৬২৩ টন আম বিদেশে রপ্তানি করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায়, বছরে দেশে এক লাখ ৭৯ হাজার টন আম উৎপাদন হয়। তারমধ্যে নষ্ট হয় ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ। আন্তর্জাতিক বাজারে আমের স্থায়ী রপ্তানি বাজার রয়েছে এবং এথনিক ও নিচি মার্কেটের সুবিধাও রয়েছে বিধায় বর্তমানে বিদেশে আম রপ্তানির উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগু-লাকে বিশেষ করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, আমদানি রপ্তানি ব্যুরো এবং হর্টেক্স ফাউন্ডেশনকে সক্রিয় হতে হবে। অবশ্য ইতিমধ্যে সরকারের পাশাপশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সংস্থাগুলোও বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

রপ্তানীযোগ্য বিষমুক্ত নিরাপদ আম উৎপাদনে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল দেশের বরেন্দ্র অঞ্চলে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক সহায়তায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর আওতায় ঘাসফুল ইকো-ফ্রেন্ডলি ম্যাংগো প্রোডাকশন এন্ড প্রেড ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অব দি এন্টারপ্রাইজ উপ-প্রকল্পটি গত অক্টোবর' ২০২০ সাল হতে নওগাঁ জেলার তিনটি উপজেলা (সাপাহার, নিয়ামতপুর ও পত্নীতলা) নিয়ে কাজ শুরু করে। এ প্রকল্পের উপকারভোগী সদস্য মোট ৮০০ জন, যারা সরাসরি প্রকল্পের সর্বপ্রকার সার্ভিস পেয়ে যাচ্ছে। এই উপ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো;

ক. উত্তম কৃষি অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ আম উৎপাদন। খ. আমজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ। গ. প্রিমিয়াম মার্কেটের সাথে সংয়োগ স্থাপন ও প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন। ঘ. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকারভোগীদের দক্ষতার উন্নয়ন।

সাফল্যের মধ্যে রয়েছে এই প্রকল্পের উপকারভোগী সদস্য ও সাপাহার উপজেলার 'বরেন্দ্র এগ্রো পার্ক' এর মালিক সোহেল রানা তার নিজস্ব বাগান থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ইংল্যান্ড ও আবুধাবিতে আম রপ্তানি করছে। গতবছরে যা "নওগাঁর সাপাহারের আম যাচ্ছে ইংল্যান্ডে" শিরোনামে বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। একই এলাকার উপক-ারভোগী সদস্য জিয়াউর রহমানও বিষমুক্ত আম রপ্তানি করে প্রশংসা অর্জন করেন। প্রকল্পটি শুধু সোহেল রানা ও জিয়াউর রহমান নয় এরকম শতশত আমচাষী তৈরীতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এখানে নিরাপদ আম উপাদনের পাশাপাশি, প্যাকেজিং, বাজারজাতকরণ, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন ও দেশী-বেদেশী ক্রেতাদের সাথে লিংকেজ তৈরীতে আমচাষীদের নিবিড় প্রশিক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়। বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় প্রায় আট'শ জন আমচাষীকে, প্রশিক্ষণ, ফুটব্যাগিং করা, মোটিভেশন, আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও আমচাষীদের নিরাপদ আমচাষের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, সংঘবদ্ধ করা, সুষম ও জৈব সার, স্বাস্থ্যসম্মত উৎপাদন, নিরাপদ ও খাদ্যমান রক্ষা, পরিবেশ সুরক্ষা, উত্তম কৃষিচর্চা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ঠিক রাখা, কৃষিকর্মীর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, আমবাগানে মিশ্রচাষ ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করা হচ্ছে, যা তাদের জীবন-মান উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যে সাপাহার, নিয়ামতপুর এবং পত্নীতলা উপজেলায় আটশত আমচাষীকে প্রশিক্ষিত করা হয়। তাদের প্রশিক্ষণের বিষয়গুলোর মধ্যে ছিলো স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ঝুঁকি নিরসন, উত্তম কৃষি পরিচর্যা মাধ্যমে নিরাপদ আম উৎপাদন, জলবায়ু সহনশীল কৃষি প্রযুক্তি, প্রদর্শন, সম্প্রসারণ এবং প্রতিযোগিমূলক টেকসই বাজারে একটি ব্র্যান্ডিং পণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাতে পরিবেশ, পণ্য ও ব্যবসা সংক্রান্ত সনদ প্রাপ্তিতে করণীয় ইত্যাদি। এছাড়াও তাদের আর্থিক সহায়তাও প্রদান করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের ফলে এতদাঞ্চলে আগাম, মাঝ ও নাবী জাতসহ বারমাসি জাতের সুস্বাদু দেশী ও বিদেশী অনেক বাগান গড়ে উঠছে। সেইসাথে স্বাস্থ্যসম্মত আমের বাজার প্রসার ও বিদেশে আম রপ্তানীতে বড়ধরণের ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। নওগাঁ জেলা দেশের অন্যতম আম উৎপাদন জোন হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। উল্লেখ্য যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এ অঞ্চলে খরা সহনশীল এবং স্বল্প সেচে চাষ করা যায় এমন উচ্চমূল্যবান ফসল হিসেবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আমচাষ বা বাগান করার গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রকল্পটির কার্যক্রমে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার পাশাপাশি বর্তমানে নওগাঁ জেলার সাপাহার, নিয়ামত-পুর, পোরসাসহ অন্যান্য উপজেলায়ও নতুন নতুন উদ্যোক্তা বাণিজ্যিকভাবে নিরাপদ বিষমুক্ত আমচাষ বা বাগান করতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

প্রকল্পটির ফোকাল পার্সন কেএমজি রব্বানী বসুনিয়া ও কুদরতে খোদা মোঃ নাছের বলেন, প্রকল্পটির উদ্যোগে স্থানীয় আমচাষীদের নিরাপদ আমচাষের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, সংঘবদ্ধ করা, সুষম ও জৈব সার, স্বাস্থ্যসম্মত উৎপাদন, নিরাপদ ও খাদ্যমান রক্ষা, পরিবেশ সুরক্ষা, উত্তম কৃষিচর্চা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ঠিক রাখা, কৃষিকর্মীর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, আমবাগানে মিশ্রচাষ ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করা হচ্ছে, যা তাদের জীবন-মান উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। নিরাপদ ও খাদ্যমান রক্ষার মধ্যে আছে ফসল সংগ্রহোত্তর সংরক্ষণ ও পরিবহন ব্যবস্থাপনা। কারণ রোগবালাই মুক্ত আমই বিদেশে যায়।

◢ বাকী অংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন

নিরাপদ, বিষমুক্ত, স্বাস্থ্যসম্মত ও রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন... ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

তারা আরো বলেন, বিশেষ করে কীটনাশকের কার্যকালের উপর ভিত্তি করে ১৫-৩০দিন আগে আমগাছে সবধরনের স্প্রে বন্ধ করতে হয়। পনের থেকে ত্রিশ দিন পর এসব ওষুধের আর কার্যকারিতা থাকে না। এতে করে মানুষের শরীরের ক্ষতি করতে পারেনা। সাধারণ চাষীরা কয়েকদিন আগে কীটনাশক স্প্রে করে বাজারে নিয়ে যায়। বিদেশে যেসব আম রপ্তানি করা হয় সেগুলোর কোনো রোগবালাই বা কীটনাশক আছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য ঢাকাতে কোয়ারেন্টাইন করা হয়। আগামীতে প্রকল্পটির উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা জানিয়ে জনাব বসুনিয়া ও নাছের বলেন, নওগাঁ জেলার বরেন্দ্র এলাকা সাপাহার, পোরশা, নিয়ামতপুর ও ধামইরহাট এবং পত্নীতলা উপজেলার আংশিক এলাকা আম্রপালি আমের জন্য বিখ্যাত। আমগুলো অত্যন্ত সুস্বাদু ও সুমিষ্ট। আগামীতে আম রপ্তানীতে অবশ্যই এসব এলাকার আমচাষীরা এগিয়ে থাকবে। বাগানে রপ্তানি উপযোগী মিয়াজাকি, আম্রপালি, ব্যানানা ম্যাংগো, রেড পালমার, টেনসিংটন প্রাইড, অস্টিন, বারি-৪, গৌড়মতি, কাটিমন জাতের আম চাষ হচ্ছে। তারা আরো বলেন, বর্তমান অবস্থায় প্রকল্পে ব্যাপক প্রচারণার ফলে পরিবেশ বান্ধব টেকনোলজি, যেমন ফ্রুটব্যাগিং, ফেরোমন ট্যাপ, ইয়োলো ট্যাপ, জৈবসার ইত্যাদির ব্যবহার খুবই দ্রুততার সাথে বেড়ে চলছে। এসব জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার ছাড়া নিরাপদ আম উৎপাদন কঠিন ব্যাপার। স্থানীয় উপকারভোগীরা বলেন, প্রকল্পের কার্যক্রমে তাদের দক্ষতার যেমন উন্নয়ন হয়েছে তেমনি তাদের পরিবারে অর্থনৈতিক উন্নয়নও ঘটেছে। প্রকল্প এলাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপশি বিভিন্ন সামাজিক সূচকে ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

নিরাপদ, বিষমুক্ত রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদনে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্টে (এসইপি) এর মতো বাংলাদেশে আরো বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রকল্প/কর্মসূচী চলমান রয়েছে, যা আগামীতে বাংলাদেশের আম'কে বিশ্ববাজারে রপ্তানী র‍্যাংকে নিয়ে আসতে সহায়তা করবে। বাংলাদেশে উৎপাদিত আমের বেশিরভাগই দেশের ক্রেতারা ক্রয় করে থাকেন। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে সীমিত পরিমাণে আম বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে ল্যাংড়া, ফজলি, হিমসাগর এবং আশ্বিনা জাতের আম রপ্তানি হয়ে থাকে। বারি আম-২ এবং বারি আম-৭, বারি আম-১১ বিদেশে রপ্তানির জন্য সম্ভাবনাময় জাত। তাছাড়া ২০১৫ সাল থেকে ল্যাংড়া, ক্ষীরশাপাতী ও বারি আম-৩, বারি আম-১১ WalMart এর চাহিদার তালিকায় রয়েছে। উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি ও পরিচর্যার মাধ্যমে রপ্তানির উপযোগী আমের উৎপাদন বৃদ্ধি করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এতে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। রপ্তানিযোগ্য আমের উৎপাদন বৃদ্ধিতে আমাদের কিছু করণীয় রয়েছে। যার মধ্যে বলা যায়, সার ও সেচ প্রয়োগ এবং রোগ বালাই দমনে আধুনিক কলাকৌশল অর্থাৎ সঠিক সময়ে, সঠিক মাত্রায় ও সঠিক পদ্ধতিতে সার, সেচ ও বালাইনাশক ব্যবহারের মধ্যেমে আমের অধিক ফলন নিশ্চিত করা।

এ ব্যাপারে কৃষি সম্প্রসারণকে কৃষি গবেষণার সঙ্গে সমন্বয় করে পর্যায়ক্রমে সকল আমচাষী, ব্যবসায়ী ও পরিবহনকর্মীদের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। সঠিক পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহারের পাশাপাশি বেশি বেশি করে জৈব সারের ব্যবহার বাড়ানো অর্থাৎ জৈব প্রযুক্তি নির্ভর আম উৎপাদনে উৎসাহিত করা। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলায় আমচাষের ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া। তাছাড়া রাস্তার পাশে এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে আমগাছ লাগানো, আগে থেকে জন্মানো গুটিআমের গাছগুলোকে না কেটে টপ-ওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে ভালো জাতে পরিবর্তন করে আমের উৎপাদন বাড়ানো, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, সরকারি ও বিএডিসির উদ্যান নার্সারিগুলোকে আরও উন্নতমানের এবং ভালো জাতের চারা কলম সরবরাহ নিশ্চিত করা, আমের প্রাপ্তিকাল বৃদ্ধি করা-যাতে দীর্ঘ সময়ব্যাপী আম প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায়, আম পাকানো ও সংরক্ষণকাল বৃদ্ধিতে ক্ষতিকর রাসায়নিক বস্তুর ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা, ব্যাপকভাবে হট ওয়াটার ট্রিটমেন্টের সুবিধা নিশ্চিত করা-যাতে আম উজ্জ্বল, বেশিদিন স্থায়ী হওয়ার পাশাপাশি ফ্রুটফ্লাই মুক্ত হয়। এছাড়াও রয়েছে, আম সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্যাকিং ও পরিবহন বিষয়ে উন্নত প্রশিক্ষণ দেয়া, রপ্তানির সহিত সংশ্লিষ্ট আম উৎপাদনকারী, আম সরবরাহকারী এবং আম রপ্তানিকারকদের সরকারি সহযোগিতা প্রদান করা, তাদের নিবন্ধন করা ও সমিতির আওতায় এনে সমন্বয় সাধন করা। আম বিপণনে স্থিতিশীল বাজার ব্যবস্থাপনা থাকা দরকার। এ ব্যাপারে জনগণ ও সরকারকে সমান দায়িত্ব নিতে হবে। উন্নত বিশ্বে আমচাষীদের সমিতি রয়েছে। দেখা যায় এই সমিতিই বাজার নিয়ন্ত্রণ করে যাতে করে কোন চাষী ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। আম ব্যবসায়ীদের বিদেশ ভ্রমণের মাধ্যমে আমের আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি করা যায়। আম সংরক্ষণের জন্য কোল্ডস্টোরেজ তৈরি, হিমায়িত পরিবহন, দ্রুত পরিবহণ ব্যবস্থা, বাছাই, প্যাকেজিং এবং গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাখা, সমবায় ভিত্তিতে আম সংরক্ষণ স্থাপনার ব্যবস্থা করা, অধিক গবেষণা করে বিদেশিদের চাহিদা অনুযায়ী জাত উদ্ভাবন করা, বিদেশ থেকে আম আমদানি নিরুৎসাহিত করা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে আম রপ্তানীতে সহায়তা করা সম্ভব। এসব বিষয়গুলো ছাড়াও বিশ্ববাজারে বাংলাদেশী আমের পরিচিতি বাড়াতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে এবং সরকারি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা প্রেরণের মাধ্যমে বাজার অনুসন্ধান করা যায়। বাংলাদেশে অবস্থানকারী বিদেশি দূতাবাসের কর্মকর্তা ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আমের মৌসুমে আম উৎপাদনকারী জেলাগুলো পরিদর্শন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেও তাদের উদ্বুদ্ধ করা যায়। আম রপ্তানিতে সরকারি ভর্তুকি প্রদান, পর্যাপ্ত কার্গো বিমানের ব্যবস্থা, পানিপথে আম পরিবহনে কোল্ডস্টোরেজ সুবিধাসহ জাহাজিকরণ ও সকল পরিবহনে ভাড়ার হার সহনীয় পর্যায়ে রাখা, শুল্ক মওকুফ করেও আম রপ্তানীতে সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। আম রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে দেশের আমচাষী, বেসরকারী উদ্যোক্তা ও উন্নয়ন সংস্থাসমূহের যেমন ভূমিকা রয়েছে তেমনি সরকারের উদ্যোগ, আন্তরিকতা, উদারতাও এক্ষেত্রে বড় প্রয়োজন। আমজাত পণ্যের উৎপাদনে বহুমুখীকরণ, যেমন আমের আচার, চাটনি, জ্যাম, জেলী, পাউডার, ড্রাই ম্যাংগো ইত্যাদি উদ্যোগও দেশের আমচাষীদের আম উৎপাদনে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করবে। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে এধরণের আমের বহুমুখী ব্যবহার সৃষ্টি করা গেলে আমের চাহিদা দেশেবিদেশে অনেক বেড়ে যাবে। আমের পাশাপাশি আম উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির সুযোগও সৃষ্টি হবে।

পরিশেষে বলা যায়, দেশে হোক বা বিদেশে হোক সবক্ষেত্রে ভোক্তা পর্যায়ে নিরাপদ, বিষমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত আম পৌঁছাতে আমের সুষ্ঠ উৎপাদন বৃদ্ধি করা হোক, Good Agricultural Practices (GAP) ছড়িয়ে পড়ুক দেশের সর্বত্র- এটি সবার প্রত্যাশা। আশা করা যায় সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের আমচাষিরা ভালোমানের গুণগতমান সম্পন্ন আম উৎপাদনে সকল নিয়ম অনুসরণ করবেন এবং ভালোমানের আম উৎপাদন করবেন, যা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সুনাম, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যও নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

কোভিড ১৯ : শিক্ষা ক্ষতি-পুনরুদ্ধার ভাবনা

প্রফেসর ড. তোফায়েল আহমেদ

এক. কোভিড-১৯' কম বেশী সবাইকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। এ ক্ষতির বিস্তার থেকে কেউ নিস্তার পায়নি। ধনী-দরিদ্র, পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ এর কোন দেশ-জাতি কারও রেহাই ছিল না। এখনও সে ক্ষতির প্রক্রিয়া ও প্রভাব পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। তবে বেশীরভাগ দেশ ও জাতি সে ক্ষতি কাটিয়ে উঠছে এবং ক্ষতি পোষাবার নিত্য-নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করছে। যে ক্ষতি কখনও পূরণযোগ্য নয় তা হচ্ছে 'জীবন দিয়ে যারা পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন সে ব্যক্তি মানুষ, তার পরিবার-পরিজন যে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন তা কোনদিন পূরণ হবার নয়। যে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার চেস্টা হচ্ছে তা মূলত জীবিকা'র ক্ষতি। জীবন মানে সংগ্রাম, তাই জীবিতদের জীবিকার সংগ্রাম থেমে নেই। আমাদের আজকের ভাবনা সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও করোনাকালে শিক্ষার ক্ষয়-ক্ষতি ও তার পুনরুদ্ধার ভাবনা নিয়ে। শিক্ষা ক্ষতি বা শিক্ষা ব্যবস্থার লাভক্ষতি সাধারণত কখনও অর্থ মূল্যে হিসাব করা হয় না। তাই বলে এটি মূল্যহীন, তা কেউ বলবে না। নীতি কথায় বলে, 'বিদ্যা অমূল্য ধন'। একজন বিদ্যার্থীর অর্জিত বিদ্যার অর্থমূল্য কত তা নিরূপণে সমস্যা থাকলেও বিদ্যা-শিক্ষা ব্যবস্থার পিছনে সরকার, বিদ্যার্থীর পরিবার ও বিদ্যার্থী নিজে, সমাজ-রাষ্ট্র সবার কিছু আর্থিক ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত। ভিন্নভাবে বললে বলতে হয় অর্থ বা আর্থিক লাভক্ষতির বাইরে শিক্ষার উন্নতি ও উৎকর্ষতা মানে জাতির সামগ্রিক উন্নতি। আবার শিক্ষা ব্যবস্থা একটি বিরাট 'কর্মসংস্থান কারখানা' (employment industry), এটি বহু নারী-পুরুষের পেশা বা বৃত্তি। এখান থেকে তাঁরা জীবিকা আহরণ করেন। অনেকের জন্য এটি আবার একটি ব্যবসা, তারা নানা শিক্ষা সামগ্রীর যোগান দেন। তারা ব্যবসা করেন এবং মুনাফা করেন। আবার আজকাল অনেকের জন্য এটি রাজনীতির সস্তা মাঠও বটে। কম খরচে কর্মী সংগ্রহ করে এবং নানা পদ-পদবির সোপান বা সিঁড়ি হিসাবে শিক্ষাঙ্গনকে ব্যবহার করেন। শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের দুইটি মন্ত্রণালয়, অনেক দপ্তর-অধিদপ্তর-বোর্ড, অসংখ্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিদ্যার্থী, বিদ্যার্থীর পরিবার, শিক্ষক-কর্মচারি, ব্যবসায়ী, লেখক-প্রকাশক নিয়ে কোটি কোটি মানুষ এ ব্যবস্থার সাথে জড়িত। প্রতিবছর জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। এটিকেই সাধারণভাবে "শিক্ষা ব্যয়" বলে ধরে নেয়া হয়। যদিও এটি আসলে শিক্ষাব্যয়ের সামগ্রিক চিত্র নয়। এটি মূলত সরকারের ব্যয় এবং শিক্ষাকর্মে নিয়োজিত অন্যান্যদের আয়। শিক্ষায় কার সংশ্লিষ্টতা কীভাবে হয় তা নিরূপণ না হলে ক্ষতি নির্ণয় সম্ভব হবে না। তাই প্রথমে কার কার কী ক্ষতি হলো সেটি বুঝা দরকার সব ক্ষতি পূরণীয় ও পূরণযোগ্যও নয়। সব ক্ষতি পূরণ প্রচেষ্টা সম্ভব ও সঙ্গত কোনটাই নয়। এখানেও আবার প্রত্যক্ষ ক্ষতি এবং পরোক্ষ ক্ষতির বিষয়টিও রয়েছে। 'শিক্ষা' একটি সাধারণ প্রত্যয় বা ধারণ হলেও শিক্ষা এক ও অভিন্ন কোন বিষয়বস্তু বা কর্মকান্ড নয়। এখানে নানা বিভাজন, নানা অংশীজন। সরকারি-বেসরকারি, বাংলা-ইংরেজী, ধর্মভিত্তিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ (মাদ্রসা ও স্কুল), শহর-গ্রাম, স্তরভিত্তিক যথা প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা তথা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, অতি উচ্চশিক্ষা এবং সবশেষে দেশের শিক্ষা ও বিদেশের শিক্ষা ইত্যাদি নানা বিষয়াদি বিবেচনায় আসবে। দেশে কোন দুর্যোগ হলে সাহায্য-সহায়তার জন্য 'ক্ষতিগ্রস্থ' তালিকা করা হয়। দীর্ঘ তালিকায় নিহত-আহত মানুষ, বাড়িঘর, গাছপালা, গবাদি পশু, পুকুরের মাছ, ক্ষেতের ফসল ইত্যাদি স্থান পায়। এখানে শিক্ষাক্ষতির সে রূপ কোন তালিকা প্রাসঙ্গিক নয়। তবে ক্ষতিগ্রস্থতার প্রকার-প্রকৃতি, গভীরতা ও ব্যাপ্তি বুঝা প্রয়োজন। কারণ এখানে বস্তুগত ও অবস্তুগত নানা প্রকার ও প্রকরণের ক্ষতি যুক্ত আছে। এখানে জড়িতদের মধ্যে যেমন আছে প্রতিষ্ঠান, তেমনি আছেন ব্যক্তি পেশাজীবি, বিদ্যার্থী, বিদ্যার্থীর অভিভাবক, বিদ্যাদান ও গ্রহণ ব্যবস্থার সাথে জড়িত শিক্ষকগণ, সরকার, সমাজ দেশ সবার ব্যক্তি ও সামষ্টিক স্বার্থ। সব ক্ষতিকে একসাথে করে পুনরুদ্ধারের বিষয় চিন্তা করলে 'শিক্ষা ক্ষতি' মানে এককথায় প্রথমে আসবে বিদ্যার্থী বা ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনার ক্ষতি ও শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষা সময়কাল অতিক্রান্তের বিষয়। তারপর দ্বিতীয় স্থানে আসতে পারে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যারা সরকারি ভর্তুকি নিয়ে নয়, শিক্ষার্থীর বেতন নির্ভর, তাদের ভিত ধসে পড়া এবং শিক্ষকদের কর্মচ্যুতি। ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়া ও পেশাদার শিক্ষকদের পেশা পরিবর্তন। তৃতীয় স্থানে সুদূরপ্রসারী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিবেচ্য ব্যাপক 'ঝরেপড়া', শিক্ষার্থীদের পাঠে অমনোযোগী হয়ে পড়া, শিশুশ্রম ও মেয়েদের বাল্যবিবাহসহ নানা আনুষঙ্গিক বিষয়াদি।

প্রথমে সরকারি বেসরকারি নির্বিশেষে শিক্ষার্থীর শিক্ষাকাল বা সময় নষ্ট হওয়াটা বা পাঠ পিছিয়ে পরা সর্বজনীন। এ ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও মাধ্যমিকের নিম্নের দুটি স্তর তথা প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক এবং তার উপরের (উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উচ্চশিক্ষা) স্তরগুলোর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মাধ্যমিকের উপরের স্তরের যে শিক্ষা সময়ের ক্ষতি এবং পাঠ পিছিয়ে পরা তা বিশেষ ব্যবস্থায় কিছুটা পূরণযোগ্য হলেও প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে তা খুব একটা সহজ কাজ নয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং দরিদ্র পিতা মাতার সন্তানদের ক্ষেত্রে তা আরও অনেক জটিল। প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকদের মধ্যে একটি বড় অংশ পেশা থেকে ছিটকে পড়েছে। অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ভিত ধসে গেছে, কিংবা উদ্যোক্তা তার বিনিয়োগ নিয়ে সরে পড়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারিগণ করোনাকালীন সময়ে নিয়মিত বেতন-ভাতা সবই পেয়েছেন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে যারা শিক্ষার্থীর টিউশন ফি নির্ভর তাদের বেতন, বিদ্যালয়ের বাড়ি ভাড়া, বিদ্যুৎবিলসহ আন্যান্য ব্যয় নির্বাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় বা বন্ধের উপক্রম হয়। সরকারি বেতন পেয়েও দীর্ঘদিন কর্মহীন অবস্থায় থেকে অনেকের শিক্ষাদান অভ্যাস নষ্ট হয়েছে। অনেকে অতিরিক্ত কোচিং/টিউশান করিয়ে অন্যরকম একটি নতুন পথের সন্ধান পেয়েছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনলাইন ব্যবস্থার সুযোগে বা সুবাদে সেলফোন কেন্দ্রিক নানা বদঅভ্যাস জন্ম নিয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন। তাতে তারা পড়াশুনায় অমনোযোগী হয়ে পড়েছে। কোভিড পরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থায় সকল স্তরে তাই অনেক কিছুই ভেবে চিন্তে করতে হবে। অনলাইন বা দূরশিক্ষণ প্রায়ই সুফল দেয়নি। দধির স্বাদ ঘোলে যতটুকু মিটানো সম্ভব, তাও মিটেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দূরশিক্ষণে তুলনামূলকভাবে ভাল করেছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রথমে কোন উদ্যোগই নেয়নি। পরে যে উদ্যোগ নেয়া হয় তাও ছিল দায়সারা গোছের। বর্তমান আলোচনায় প্রথমে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও পরে মাধ্যমিক স্তরের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা হবে। আমার ধারণা এ দুই স্তরের ক্ষতি অনেক বিস্তৃত ও ব্যাপক। প্রথমে প্রাথমিক স্তরের প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের তথ্যগত বিষয়টি দেখা যাক।

বিদ্যায়তনের ধরণ	বিদ্যায়তনের সংখ্যা	শিক্ষক / শিক্ষিকা	শিক্ষার্থী (ছেলে মেয়ে)
সরকারি (তিনটি ধরণ)	৬৩,০৪১	৪,১০,৯৪২	২,২২,০২,১৭৫
বেসরকারি (ধরণ ১৫টি)	৪৪,৪৭৪	৩,৫১,০৪৭	৭২,৬৪,৬৮৮
মোট	১,০৭,৫১৫	৭,৬১৯৮৯	২,৯৪,৬৬,৮৬৩

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় তিন কোটি শিক্ষার্থী, সাড়ে সাত লাখের উপর শিক্ষক/শিক্ষিকা ও এক লাখ সাড়ে সাত হাজার প্রতিষ্ঠান। তিন কোটি শিক্ষার্থীর প্রায় দুই বছর (মার্চ ২০২০ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০২২) ধরে শিক্ষা সময়ে সরাসরি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিথষ্ক্রিয়া পুরোপুরি বন্ধ। সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে সীমিত ক্লাস চালু চেষ্টা করা হলেও হালে তা আবার বন্ধ হয়েছে। পাঁচ বছর বয়সকে বর্ণ পরিচয়ের সূচনা বছর ধরলে ২০১৯-এ যে শিশুর বয়স ছিল পাঁচ, ২০১৯ এর ৫ বছর বয়সী শিশুটির বয়স এখন সাত। ছয় বছর থেকে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা শুরুর সময়কাল নির্ধারণ করলে সে শিশুর বয়স এখন আট বছর। আবার যারা স্কুলে নানা শ্রেণীতে ছিল, তারাও শিক্ষকের সরাসরি কোন পাঠ কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেনি।

◢ বাকী অংশ ১০ম পৃষ্ঠায় দেখুন

কোভিড ১৯ : শিক্ষা ক্ষতি-পুনরুদ্ধার ভাবনা... ৯ম পৃষ্ঠার পর

মা-বাবা বা অভিভাবক এ সময়ে এ শিশুদের শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে কতটুকু পারিবারিক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। এ ক্ষতির জন্য কেউ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়ী নয়। তবে দায় এখন, সমাজ রাষ্ট্র ও ব্যক্তি সবার এবং সবাইকে এ দায়িত্বের ভাগ নিতে হবে। এ দায় কীভাবে মিটানো হবে সে বিষয়ে আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এখানে আরও একটি বিষয় ভুলে যাওয়া চলবে না যে, ক্ষতি সবার সমান নয়, অনুন্নত এলাকা, আদিবাসী এলাকা, চর, হাওড়, পাহাড়, গ্রাম, শহরতলী ও শহর, ধনী-দরিদ্র সবাই একভাবে ক্ষতিগ্রস্থ নয়। তাই এক ও অভিন্ন পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা হবে অন্যরকম ভ্রান্তি। এসব কিছু মাথায় নিয়ে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রয়োজন। এ ক্ষতি পুরোপুরি পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে কিনা জানি না। তবে এ পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, প্রতিটি বিদ্যালয়ে কর্মঘন্টা অর্থাৎ শিক্ষার্থী-শিক্ষকের কনটাক্ট আওয়ার বৃদ্ধি করতে হবে। বছরের নির্ধারিত কিছু ছুটি কমাতে হবে। বিশেষ পাঠের কিছু বিষয় যেমন গণিত, ভাষা (বাংলা ও ইংরেজী এবং ক্ষেত্র বিশেষে আরবি) এবং বিজ্ঞানে বিশেষ জোর দিতে হবে। এ জন্য সরকারের দিক থেকে বর্ধিত বাজেট এবং মনিটরিং প্রয়োজন হবে। শিক্ষকদের বর্ধিত সময়ে কাজ করার জন্য কিছু প্রণোদনা এবং বেসরকারি বিদ্যায়তনের পুনর্বাসনে সরকারের এককালীন অনুদান প্রয়োজন হবে। বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য আপদকালীন সময়ের বেতন সহায়তা দানের বিষয়টিও অগ্রাধিকার পেতে পারে। এটি বেসরকারি স্কুল ও মাদ্রাসা উভয়ের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষাক্ষতির প্রশ্নে সবচেয়ে বিপন্ন ব্যবস্থা হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার। 'প্রাথমিক শিক্ষা যদি হয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি, মাধ্যমিক স্তর হচ্ছে তার মেরুদন্ড।' প্রাথমিক শিক্ষায় সঙ্গত কারণে সরকারি বিনিয়োগ সর্বাধিক হলেও মাধ্যমিকে সরকারি বিনিয়োগ ও মনযোগ সবচেয়ে কম। দেশের পুরো মাধ্যমিক শিক্ষা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ত্যাগ ও বেসরকারি বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল। এখন এই সংকটকালে এখানে সরকারের কার্যকর মনযোগ প্রয়োজন। নিম্নে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কিছু তথ্য পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপিত হলো।

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

বিদ্যালয়ের ধরণ	বিদ্যালয় সংখ্যা	শিক্ষক / শিক্ষিকা	ছাত্রছাত্রী	মন্তব্য
সরকারি	৬৭৯	-	-	পৃথকভাবে জানা সম্ভব হয়নি
বেসরকারি	১৯,৫০০	-	-	ঐ
মোট	২০,১৭৯	২,৫২,৫০৫	১,০৩,৪৯,৩২৩	
দাখিল মাদ্রাসা	৬০০ -আলিয়া মাদ্রাসা ৯৩১৯ (২০১৫)	জানা নেই	আলিয়া - ২৪,০৯৩৭৩ (২০১৫)	এ তথ্যটি চেক করতে হবে।
কওমী মাদ্রাসা	১৪০০০	৭৩৫১	১৩,৯৮,২৪৫	ঐ
মোট	৪৩৪৯৮	২,৫৯,৮৫৬ আলিয়া বাদে	১,৪১,৫৬,৯৪১	

নোট: মাধ্যমিক স্তরের মাদ্রাসা ব্যবস্থার চিত্রটি সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। এখানে হয়ত একটি সাধারণ প্রবণতা ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে সঠিক তথ্যগত ভিত্তি তৈরীর বিকল্প নাই। মাধ্যমিক শিক্ষা বাংলাদেশে নানাভাবে অবহেলিত। এটির সিংহভাগ বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত। সরকার এমপিও ব্যবস্থায় বেতন সহায়তা এবং ক্ষেত্র বিশেষে নানা প্রকল্পের আওতায় ভবন নির্মাণ ও উপকরণ দিয়ে সহায়তা করেন। এখানে দক্ষ শিক্ষক সংকট প্রকট। সরকার নানা উদ্যোগ নিয়ে সিলেবাস, পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করেন, কিন্তু স্কুলসমূহে পাঠদানের উপযুক্ত শিক্ষক আছেন কিনা সেটি দেখেন না। প্রতি বছর প্রায় ২২ থেকে ২৫ লাখ পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। পরীক্ষার আগে ৩৬.৭৩% এবং পরীক্ষায় ফেল করে বা খারাপ ফলাফল করে আরও ৫% ঝরে পড়ে। কোভিডের পর সে পরিস্থিতি আরও অনেক বেশী খারাপ। এখানে সরকারের বর্ধিত বিনিয়োগ প্রয়োজন। গণিত এবং ইংরেজী এ দুটি বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব পূরণ না করলে শিক্ষার নিম্নগামী মান কোন ভাবে বাড়ানো সম্ভব হবে না। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১ঃ৩০ এর মধ্যে আনতে হবে। এ পর্যায়ে বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। গণিত, ভাষা (ইংরেজী ও বাংলা) এবং বিজ্ঞান শিক্ষায় একটা উত্তরণ দরকার তার জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে একটি বিশেষ ক্রাশ প্রোগ্রাম প্রয়োজন হবে। এ দেশে ভাষা শিক্ষাকে এমন একটা পর্যায়ে উত্তরণ ঘটাতে হবে যাতে সাধারণ স্কুলে পড়ে উন্নতমানের বাংলা ও ইংরেজী ভাষা শিখতে পারে। এ জন্য ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজন যাতে না পড়ে। গণিত ছাড়া উচ্চশিক্ষায় উৎকর্ষতা সম্ভব নয়, তাই গণিতের ভিত নিচ থেকে মজবুত করতে হবে। ভাষার সাথে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি শিক্ষা ধীরে ধীরে গুরুত্বের সাথে বাড়ানো যাবে। বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা কমিটি কোন কোন ক্ষেত্রে দক্ষ স্কুল পরিচালনার সহায়ক নয়। শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য দক্ষ প্রধান শিক্ষকের কোন বিকল্প নেই। প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়নে স্বচ্ছ ও উপযুক্ত নীতিমালা প্রয়োজন। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকদের উপর প্রধানশিক্ষকের আইনানুগ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। স্কুলের অভ্যন্তরিণ পাঠদান, পাঠ গ্রহণ ও একডেমিক বিষয়ে কমিটির অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে শিক্ষকদের রক্ষা করতে হবে। দেশের সকল বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয় কোন উদ্যোক্তা লাভ, মুনাফা, ডিভিডেন্ট, সম্মানী হিসাবে নিতে পারবে না। এ আয় শিক্ষার উন্নয়নে ব্যয় করতে হবে। এ বিষয়ে কঠোর আইন ও আইনের প্রয়োগ দরকার। করোনা ক্ষতি পুনরুদ্ধারে মাধ্যমিক স্তরে সরকারের, পরিচালনা কমিটি ও শিক্ষকদের করণীয় নির্ধারণের জন্য দরকার একটি দ্রুত স্টাডি এবং আগামী জাতীয় বাজেটে সে অনুযায়ী নতুন বরাদ্দ নীতিমালা। সারাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানরত সকল স্কুল ও মাদ্রাসার গণিত, ইংরেজী বিজ্ঞান শিক্ষকের অবস্থা নিরুপন করা দরকার। আগামী অর্থ বছর (২০২২-২০২৩) এর মধ্যে এ পদসমূহ পূরণের এবং শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা অবলোকন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি করে প্রতিবেদন নেয়া প্রয়োজন।

দুই. দেশে উচ্চশিক্ষা নানামূখী সংকটে নিপতিত। এখানে যোগ্য শিক্ষকের অভাব দেখি না। দেখি নীতি-নৈতিকতার অবনমন। রাজনৈতিক দলের সংযোগ, প্রত্যক্ষ দলবাজি এবং স্বার্থদলের কারসাজি। সরকারি কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার মান উচ্চে না থাকার সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। ওখানে চারটি বিয়য়ে নজর দিতে হবে। ১. আসন সংখ্যা নির্ধারণে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ১:৩৫-৪০ এর বেশী কোনক্রমে সমীচীন নয়। ২. ঢালাও সরকারিকরণ ও ঢালাওভাবে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বিচার না করে নতুন বিভাগ খুলে দেয়া প্রতিহত করতে হবে। ৩. প্রিন্সিপাল ও ভাইস-প্রিন্সিপাল নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ নীতিমালা অনুসরণ এবং ৪. ছাত্র রাজনীতির প্রভাব হ্রাসের ব্যাপরে রাজনৈতিক ঐক্যমত্য। বেসরকারি কলেজসমূহের ব্যবস্থাপনায় রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ঠেকাতে হবে। শিক্ষক নিয়োগে বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে এবং শিক্ষকদের মধ্যে পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। খন্ডকালীন শিক্ষক ও পূর্ণকালীন রাজনীতি ও ব্যবসা করা অনেক শিক্ষক বেসরকারি কলেজগুলোতে থাকেন, ঐ সব পরিহার করতে হবে। রাজনৈতিক নানা তদবিরে প্রিন্সিপাল নিয়োগ করা যাবে না। পরিচালনা কমিটিতে সরকারি প্রতিনিধির ছদ্মাবরণে রাজনীতির লোকদের পদায়নও বন্ধ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে শুধু দুটি কথাই বলব। (এক) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর আইনকাঠামো পর্যালোচনা করে উপাচার্যসহ সকল নিয়োগ পেশাদারিত্বকে প্রাধান্য দিয়ে করলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। (দুই) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে উদ্যোক্তার ব্যবসা, বিনিয়োগ ও মুনাফা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বন্ধ করার পর নিশ্চিত করতে হবে পরিবার বা আত্মীয় দিয়ে উপচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ যেন বন্ধ হয়। শিক্ষক ছাত্র অনুপাতকে মানদন্ড ধরে ছাত্রভর্তির সীমা নির্ধারণ করতে হবে।

তিন. উপসংহারের বক্তব্যে করোনা পরবর্তী পুনরুদ্ধার কার্যক্রমকে সামনে রেখে আমরা প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ক্ষতি পোষানোর উপযোগী বাস্তব পদক্ষেপ এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ভবিষ্যতে অনেক বেশী সরকারি মনোযোগ ও বিনিয়োগের আশা করব। এখানে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে পৃথিবীর সকল জাতির সাথে একমত হয়ে আমরা 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ' (Sustainable Development Goals) অর্জনে অঙ্গীকরাবদ্ধ। সে অঙ্গীকারের মূল প্রমিজ 'কাউকে পিছনে ফেলে নয়', সকলে মিলে সকলের জন্য উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে হবে। পূর্ববর্তী দশকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ প্রশংসাযোগ্য সফলতা দেখিয়েছিল। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ২০৩০ এর মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে ইতোমধ্যে যে সব পদক্ষেপ বাংলাদেশ নিয়েছে, তা আশাপ্রদ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চার নম্বর লক্ষ্যটিই হচ্ছে শিক্ষায় উৎকর্ষতা অর্জন। কোভিডের কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি যতটুকু ব্যাহত হয়েছে তা পূরণ করে শিক্ষায় একটি নতুন গতি সঞ্চার করা সম্ভব হবে। আগামী একটি দশকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষতাকে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়াই হোক আমাদের সবার অঙ্গীকার।

লেখক: শিক্ষাবিদ, গবেষক ও শাসন বিশেষজ্ঞ

স্কুলে বই উৎসব

সারা দেশের মত নতুন পাঠ্যবই বিতরণ উৎসব গত ১ জানুয়ারী ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। কোভিড-১৯ এর কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতার। এসময় উপস্থিত ছিলেন স্কুলের শিক্ষকসহ অভিভাবকবৃন্দ।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

২৬ মার্চ 'মহান স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষে এদিন সকালে স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসটির কার্যক্রম শুরু করেন এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা শেষে শিক্ষার্থীদের মাঝে দৌড় প্রতিযোগীতা, হাড়ি ভাঙ্গা, স্মৃতি পরীক্ষা, মিউজিক্যাল চেয়ারসহ বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। শিক্ষকদের মাঝে মিউজিক্যাল চেয়ার অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের অস্থায়ী শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শ্রদ্ধাঞ্জলী শেষে শিক্ষার্থীদের মাঝে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতার, অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ এবং স্কুলের শিক্ষার্থীরা।

জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'র জন্মদিন উদ্‌যাপন

জাতির জনকের জন্মদিনে বিনম্র শ্রদ্ধা। গত ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'র জন্মদিন উপলক্ষে স্কুল প্রাঙ্গণে সকালে পতাকা উত্তোলন শেষে দিবসটির তাৎপর্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠান, চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতারসহ স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ। বিজয়ী এবং অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানানো হয়।

পাঠ উন্নয়ন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করার লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকদের নিয়ে গত ৩০ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারী তিনদিনব্যাপী এক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশনে ৮-১৪ বছর বয়সী ঝরেপড়া শিশু শিক্ষার্থীদের কিভাবে পাঠদানের মাধ্যমে মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়, সেই লক্ষ্যে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় শিক্ষকদের। মূলতঃ পাঠ পরিচালনার দক্ষতা অর্জন ও পাঠকে আনন্দদায়ক করে তোলার মাধ্যমে শিশু শিখনের কৌশল বৃদ্ধি করতে শিক্ষকদের পাঠ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাম্যক জ্ঞান দান করা হয় উক্ত ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে। আউট অব চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে মূলত রাজধানীর সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের শিশুদের পাঠদানের মাধ্যমে মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। ২০২১সালের ডিসেম্বর মাস থেকে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় ৪০টি শিখন কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে এবং দুই শিফটে পরিচালিত শিখন কেন্দ্রগুলোতে ৩০জন করে মোট ৬০জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করে। ওরিয়েন্টেশন পরিচালনা করেন প্রোগ্রামের সুপারভাইজার ছালেহা বেগম এবং আফসানা আকতার।

শিক্ষকদের রিফ্রেশার্স ট্রেনিং সম্পন্ন

শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনায় নিয়মিতভাবে শিক্ষকদের রিফ্রেশার্স ট্রেনিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। রিফ্রেশার্স ট্রেনিং এ শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতির মান উন্নয়ন, শিক্ষাদানের নতুন নতুন কৌশল, শিক্ষার্থীদের মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সকল মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। গত তিনমাসে শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকদের নিয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাকের সহযোগিতায় সংস্থার ঢাকা অফিসে ২টি রিফ্রেশার্স ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়। ট্রেনিংগুলো পরিচালনা করেন প্রোগ্রামের সুপারভাইজার ছালেহা বেগম, আফসানা আকতার ও ব্র্যাকের ইউপিএম শর্মিলা রায়। উল্লেখ্য ঘাসফুল ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে (উত্তর) মোহাম্মদপুর শ্যামলীতে ৪০টি উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ১২০০ শিক্ষার্থী নিয়ে ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ ইং থেকে আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির কাজ শুরু করেছে।

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রে

আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ও মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা এবং মহান স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে চট্টগ্রামের পূর্ব মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের নিয়ে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতার ও সহায়িকা শিরিন আক্তার।

এছাড়া গত তিন মাসে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৮৭%। শিশু বিকাশ কেন্দ্রের রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত গান, নাচ, ছবি আকাঁ, সচেতনতামূলক ক্লাস, অভিভাবক সভার আয়োজন এবং সরকারি স্কুলে ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের ফলোআপ করা হয়।

পরিবেশ ক্লাবের সভা অনুষ্ঠিত

গত তিন মাসে সাপাহার শাখায় 'বাগান বিলাশ পরিবেশ ক্লাবের ১টি, জবাইবিল পরিবেশ ক্লাবের ৩টি এবং নিয়ামতপুর শাখায় 'খামারবাড়ি পরিবেশ ক্লাবের ৩টি ও শাপলা পরিবেশ ক্লাবের ৩টি মোট ১০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা গুলোতে বাগানে করণীয় কার্যাবলী সমূহ যেমন; ম্যাংগো ব্যাগ, ফেরোমন ফাঁদ, ইয়োলো ও ব্লু-ফাঁদ ব্যবহার, পরিবেশ ক্লাবের চেয়ার-টেবিল ক্রয়, আমের বাজারের পরিবেশ উন্নয়নে ময়লার ড্রাম ক্রয় ও বিতরণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও প্রকল্পের কর্মকান্ড, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের অবহিত করা হয়। উভয়শাখার সভাগুলোতে সভাপতিত্ব করেন আবু জাফর মোঃ আলমগীর হোসেন, আব্দুস সালাম, মোঃ শরিফুল ইসলাম তরফদার। সভাগুলো পরিচালনা করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের । এসময় উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের নিয়মিত সদস্য এবং প্রকল্প কর্মকর্তাগণ।

নওগাঁ জেলায় ঘাসফুল আয়োজিত ঋণ গ্রহীতা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ

সাপাহার ও নিয়ামতপুর শাখায় ঋণ গ্রহীতা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত তিন মাসে ৫টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে জৈবসার (ভার্মি, ট্রাইকো কম্পোস্ট), জৈব বালাইনাশক উৎপাদন ও ব্যবহার এবং উপকারিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণ গুলো পরিচালনা করেন সাপাহার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাপলা খাতুন, নিয়ামতপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আমির আব্দুল্লাহ মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, বগুড়া রুরাল ডেভেলপমেন্ট একাডেমি'র উপপরিচালক শুভাগত বাগচী, Erass Venture Ltd Gi Business Development পরিচালক ইছা হক আলী। এতে ১১৯জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (আমচাষী) ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সনদপ্রাপ্তি বিষয়ক কর্মশালা

গত তিনমাসে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সনদ প্রাপ্তি বিষয়ক সাপাহার ও নিয়ামতপুর শাখায় ১টি করে মোট ২টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাগুলোতে উপস্থিত ছিলেন নিয়ামতপুর উপজেলার কৃষি অতিরিক্ত কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম, সাপাহার উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ'র শিবগঞ্জ ম্যাংগো প্রোডিউসার কো-অপারেটিভ সোসাইটি'র সেক্রেটারি ইসমাইল খান, BFVAPEA (ঢাকা) এর ফিল্ড কনসাল্টটেন্ট দ্বীনেন্দ্রনাথ সরকার। কর্মশালায় উদ্যোক্তাদের ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ার নিয়মাবলী, BFVAPEA এর মেম্বারশীপ নেয়ার নিয়মাবলী, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট এর লাইসেন্স প্রাপ্তির নিয়মাবলী ও ব্যবসাকে কিভাবে আন্তর্জাতিকীকরণ করা, আমজাত পণ্য উৎপাদন, বিপণন ও ব্র্যান্ডিং ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক তাইম-উল-আলম, আমচাষী ও প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রজেক্টের অগ্রগতি স্টেইক হোল্ডাদের অবহিতকরণ কর্মশালা

৩০মার্চ সাপাহার উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রজেক্টের অগ্রগতি বিষয়ক স্টেইকহোল্ডাদের অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার পরিচালক মোঃ ফরিদুর রহমান। সাপাহার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপাহার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ শাহজাহান হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোঃ শামছুল ওয়াদুদ, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রশিদ, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নার্গিস সরকার, আমের ভ্যালু চেইনের সাথে সম্পর্কিত স্টেইকহোল্ডারগণ ও ঘাসফুলের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রমুখ। কর্মশালায় প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্যসহ সকল ধরনের কর্মকান্ড, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব আম উৎপাদন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জ্ঞান বিনিময় সফর (এক্সচেঞ্জ ভিজিট)

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ও ১৫ মার্চ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২টি জ্ঞান বিনিময় সফর (এক্সচেঞ্জ ভিজিট) এর আয়োজন করা হয়। এ সময় উদ্যোক্তারা শিবগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিস, ফল গবেষনাকেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, হর্টিকালচার সেন্টার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, আম এক্সপোর্টার ও প্রোডিউসার 'ম্যাংগো প্রডিউসার কো-অপারেটিভ সোসাইটি' এবং বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়িত প্রকল্প "আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প" এর তত্ত্বাবধানে শিবগঞ্জ উপজেলায় স্থাপিত আধুনিক ফল / সবজি সংরক্ষণাগার (Specialized Cold Storage) ও বঙ্গবন্ধু লাইভ ম্যাংগো মিউজিয়ামে সরজমিনে পরিদর্শন করেন। এ সময় আম উৎপাদনে দক্ষতা উন্নয়ন, আম রপ্তানিকৃত চাষী ও হার্টিকালচার সেন্টারের সাথে লিংকেজ স্থাপন, আম সংরক্ষণাগার পরিদর্শন করে বাস্তব জ্ঞান লাভ করে। পরিদর্শন দলে ছিলেন ৪৫ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাসহ প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রকল্প কর্মকর্তাদের জ্ঞান বিনিময় সফর (স্টাফ এক্সচেঞ্জ ভিজিট)

সংস্থার পরিচালক মোহাম্মদ ফরিদুর রহমানের নেতৃত্বে ঘাসফুল এসইপি প্রকল্পের কর্মকর্তাদের নিয়ে ১০-১৩ জানুয়ারি ০৪ (চার) দিনব্যাপী খুলনা ও সাতক্ষীরা পরিদর্শন করেন। এসময় তারা সাতক্ষীরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর উপপরিচালক নুরুল ইসলাম ও কলারোয়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, মোঃ রফিকুল ইসলাম এর সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় তারা আম চাষের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। সফরকালীন সময়ে পরিদর্শনকারী দল সাতক্ষীরা ফুডস লিমিটেড, Bangladesh Frozen Foods Exporters Association, Solidaridad Network Asia, উন্নয়ন প্রচেষ্ঠার বিভিন্ন সংস্থা, মাঠ পর্যায়ে উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে বিদেশে আম রপ্তানির অভিজ্ঞতা, হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, সবজি ও ফলের কালেকশন সেন্টার, ভার্মি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট, ভিলেজ সুপারমার্কেট ইত্যাদি পরিদর্শন করেন।

কৃষি প্রযুক্তি মেলায় অংশগ্রহণ

২২-২৪ মার্চ আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আয়োজিত তিনদিন ব্যাপী 'কৃষি প্রযুক্তি মেলা-২০২২' অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় ঘাসফুল অংশগ্রহণ করে এবং স্টলের মাধ্যমে আগত অতিথিদের মাঝে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন।

চট্টগ্রামে পরিবহণ সেক্টরে শ্রমে যুক্ত শিশুদের জরিপ ও গবেষণায় কাজ করছে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন কমিউনিটি বেইজড চাইল্ড প্রোটেকশন কর্মসূচির আওতায় শিশু সুরক্ষা বিষয়ক এক সভা গত ১৪ মার্চ নগরীর সদরঘাট এলাকার উপ-পুলিশ কমিশনার ট্রাফিক দক্ষিণ (সিএমপি) কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উপ-পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক দক্ষিণ) সিএমপি এম এন নাসির উদ্দীন এর সাথে মাঠ পর্যায়ে শিশুশ্রম বিষয়ক গবেষণার অংশ হিসেব এক ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন মিটিংএ ঘাসফুল চেয়ারম্যান ও গবেষক ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী বলেন "প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও পরিবহন শ্রমিক সংগঠন সমূহের সমন্বয়ের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করলে শিশুশ্রম নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে"। তিনি আরো বলেন সরকারের ঘোষিত ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজের মধ্যে পরিবহন সেক্টরে ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকা ও দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করেন যা শ্রমে যুক্ত শিশুদের সুরক্ষা এবং উন্নয়নে সহায়ক হবে। এফজিডি ডিসকাশন মিটিং এ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম প্রতিরোধে সহায়তা প্রদান করা হবে আশা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য ঘাসফুল কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রামে পরিবহণ সেক্টরে শ্রমে যুক্ত শিশুদের উপর একটি আর্থ -সামাজিক জরিপের গবেষণা করছে।

"প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও পরিবহন শ্রমিক সংগঠন সমুহের সমন্বয়ের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করলে শিশুশ্রম নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে"
- ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত উপ পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক দক্ষিণ) সিএমপি রইছউদ্দিন, সহকারী পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক দক্ষিণ) অতনু চক্রবর্ত্তী ও টি আই প্রসাশন (দক্ষিণ) অনিল বিকাশ চাকমা, সংস্থার পক্ষ থেকে সহকারী ব্যবস্থাপক জেসমিন আক্তার, সুপারভাইজার ইমরানা নাসরিন, মোহাম্মদ আলী, নাজিম উদ্দিন।

ঘাসফুলের শিশু সুরক্ষা বিষয়ক কর্মশালায় বক্তারা;

'শিশুশ্রম ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা রোধে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন'

শিশু অধিকার সনদ ও আন্তর্জাতিক চুক্তির সাথে সমন্বয় করে কাজ করলে দেশ এগিয়ে যাবে। সরকার শিশু সুরক্ষায় ও শিশুশ্রম প্রতিরোধে কাজ করছে। নারী ও শিশু নির্যাতনে সরকার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বর্তমানে অনেক দৃশ্যমান কাজ করছে। শিশুশ্রম ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সকলের সমন্বয় প্রয়োজন। শিশু সুরক্ষা ও উন্নয়নে শুধুমাত্র প্রকল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা, নির্যাতন, এবং শোষণ প্রতিরোধ কল্পে ইতিবাচক ও সহায়ক সমাজিক আদর্শে অনুশীলন ও উন্নয়ন প্রয়োজন। ওয়ার্ডভিত্তিক ঘাসফুলের সহযোগিতায় গঠিত শিশু সুরক্ষা কমিটির যথাযথ সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণে চট্টগ্রাম শহরে সত্যিকার অর্থে শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত ও শিশুশ্রম কমিয়ে আসবে বলে মনে করেন। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন কমিউনিটি বেইজড চাইল্ড প্রোটেকশন কর্মসূচির আওতায় ২২মার্চ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি চট্টগ্রাম মিলনায়তনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোশনের ওয়ার্ড পর্যায়ে গঠিত শিশু সুরক্ষা কমিটির সদস্যদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপি অনুষ্ঠিত কর্মশালা বক্তারা এসব কথা বলেন। ওয়ার্ড পর্যায়ে গঠিত কমিটির রৌফাবাদ ইউনিটের সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল নবী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ঘাসফুলের প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমী চট্টগ্রামের জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা ও জেলা শিশু পরিবিক্ষণ কমিটির সদস্য নুরুল আবছার ভুঁঞা, বিশেষ অতিথি ছিলেন শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা মো: আশরাফউদ্দিন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ব্র্যাকের জেলা প্রতিনিধি মো: আবদুল কাহ্হার, স্বপ্নীল ব্রাইট ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আলী শিকদার, কারিতাসের প্রোগ্রাম অফিসার এমদাদুল ইসলাম চৌধুরী, সংশপ্তকের উপপরিচালক অগ্রদূত দাশ গুপ্ত, যুগান্তর সমাজ উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়কারী মো: মনজিলুর রহমান।

চট্টগ্রাম শহরে পরিবহন সেক্টরে বর্তমানে ১৫ হাজারের ও বেশী শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের সাথে যুক্ত। দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ৩৩৮জন শিশুর উপর উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের গবেষণা জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলে ১৫% শতাংশ শিশু বিকল্প ড্রাইভার এবং ৫৭% শিশু হেলপার কাম ড্রাইভার হিসেবে সড়ক পরিবহনে অবৈধভাবে কাজ করছে। পরিবহন সেক্টরে শ্রমের সাথে যুক্ত শিশুদের শারিরিক নির্যাতনের শিকার ৯১%, যৌন নির্যাতনের শিকার হয় ১৩%। পরিবারের দারিদ্রতার কারণে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত হয়েছে ৯০% শিশু। কোভিড মহামারীর কারণে শহর থেকে গ্রামে স্থানান্তর হয়েছে ৩৭% শিশুর পরিবার। সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনই শিশুশ্রম মুক্তির একমাত্র পথ। পরিবহন সেক্টরে বৈধ লাইসেন্স ও নিয়োগপত্র নিশ্চিত করলেই শিশুশ্রম প্রতিরোধ সম্ভব। দারিদ্র্যতার কারণে শিশুরা শ্রমের সাথে যুক্ত হচ্ছে, যুক্ত হওয়া শিশুদের সুরক্ষা করে বিকল্প ঝুঁকিহীন কাজের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মহামারী করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ সংক্রমণের কারণে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ক্ষতির পাশাপাশি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ মারাত্মক আকারে বাধাগ্রস্থ হয়েছে। পরিবারে খাদ্য সংকটের কারণে শিশুরা অপুষ্টিতে ভুগছে। দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকায় শিশুরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। শিক্ষার যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নেয়া কঠিন। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে বেড়েছে বাল্যবিয়ে, শিশুশ্রম ও শিশুপাচার। বাল্যবিয়ে শুধুমাত্র কন্যাশিশু নয় ছেলেশিশুদের মাঝেও বেড়েছে গবেষক ও সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী'র মাঠ পর্যায়ে গবেষণার ফলাফলে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

৩১ মার্চ ব্র্যাক লার্নিং সেন্টার চট্টগ্রাম সম্মেলন কক্ষে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ঘাসফুলের আয়োজনে "শিশু পরিস্থিতি চট্টগ্রাম: ঝুঁকিপূর্ণ পরিবহন সেক্টর" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনানুষ্ঠান স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সাবেক যুগ্ম-সচিব প্রফেসর ড. জয়নাব বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সমাজবিজ্ঞানী প্রফেসর ড.এ.এফ. ইমাম আলি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত ডিআইজি (টুরিস্ট পুলিশ) চট্টগ্রাম বিভাগ মোহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঘাসফুলের সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ঘাসফুল শিশু সুরক্ষা কর্মসূচির সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম।

উপস্থাপিত গবেষণা তথ্য উপাত্ত'র উপর আলোচনায় অংশ নেন ব্র্যাকের বিভাগীয় প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম মজুমদার, যুগান্তর সমাজ উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক সাঈদুল আরেফীন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর'র সহকারী অধ্যাপক মারজিয়া খাতান স্মিতা, ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতার, স্বপ্নীল ব্র্যাইট ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আলী শিকদার, পূর্বার নির্বাহী প্রধান ইঞ্জিয়ার শান্তনু চৌধুরী বিজয়, নাট্যজন জোবায়দুর রশীদ, মাইশার নির্বাহী পরিচালক ইয়াছিন মন্‌জু, কারিতাস বাংলাদেশের প্রোগ্রাম অফিসার এমদাদুল ইসলাম, ওয়ার্ড পর্যায়ের শিশু সুরক্ষা কমিটির সভাপতি সাধন সিংহ, পুষ্টিবিদ হাসিনা আকতার লিপি, জাতীয় শ্রমিক লীগ চট্টগ্রাম মহানগর'র সভাপতি বখতেয়ার উদ্দিন খাঁন, আলোকিত গামেন্ট শ্রমিক ফেডারেশন'র কেন্দ্রীয় সভাপতি বাপ্পী দেব বর্মণ, সংশপ্তকের উপপরিচালক অগ্রদূৎ দাশ গুপ্ত, পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি দিলীপ সরকার, শিশু প্রতিনিধি মো: সাকিব, কিশোরী দলের সভাপতি আয়েশা আকতার, অপরাজয় বাংলাদেশের প্রতিনিধি জিনাত আরা বেগম প্রমুখ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের উপপরিচালক মফিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান, সহকারী ব্যবস্থাপক জেসমিন আক্তার, কর্মকর্তা আবদুর রহমান, সুপারভাইজার বিদ্যুৎ কান্তি দেব, গুলশান আরা, ইমরানা নাসরিন, জোবায়দা গুলশান আরা, মো: নাজিমউদ্দিন, মোহাম্মদ আলী, নুরুল আজিম, তন্ময় বড়ুয়াসহ সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা।

শিশু পরিস্থিতি চট্টগ্রাম : ঝুঁকিপূর্ণ পরিবহণ সেক্টর শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা:

"চট্টগ্রাম শহরে পরিবহন সেক্টরে বর্তমানে পনের হাজারেরও বেশী শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের সাথে যুক্ত"

চট্টগ্রামের হাটহাজারীস্থ মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় গত ১৬ ফেব্রুয়ারী মেখল ইউনিয়নের নগেন্দ্রনাথ মহাজন উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গন ও ০১মার্চ গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে মেডিসিন, নাক, কান, গলা, ডায়বেটিক এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদ্বারা চিকিৎসা সেবা প্রদানের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী স্বাস্থ্য ও চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেখল ইউনিয়নের ৩৬১ জন ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের ২৮৮জন রোগী স্বাস্থ্য ও চক্ষু চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে। এছাড়া স্বাস্থ্যবিধি মেনে উভয় ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। গত তিন মাসে ১২৮টি স্ট্যাটিক ও ২৪টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ১৮৮৮জন রোগীকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা প্রদান ও ৬৬২জন রোগীর ডায়াবেটিকস পরীক্ষা এবং ১৪৭টি স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল এর উপপরিচালক মফিজুর রহমান, সহকারি পরিচালক সাদিয়া রহমান, নগেন্দ্রনাথ মহাজন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু জহরলাল দেবনাথ, সহকারী শিক্ষক জনাব মোঃ হায়দার আলী, মহিলা ইউপি সদস্য বিলকিছ আক্তার, ইউপি সদস্য মোঃ শহিদুল ইসলাম, সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ নাছির উদ্দিন, মোহাম্মদ আরিফ, সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাগণসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী

ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসুচি'র উদ্যোগে ১৭মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্য মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে পৃথক দু'টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মেখল ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয়ে এবং গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দু'টি সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় এবং এতে শিক্ষার্থীগণ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত গান, কবিতা, আবৃত্তি ও শিশুতোষ বিভিন্ন ছড়া, গল্প বলার আসরে মেতে উঠেন। মেখল ইউনিয়নে গান, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য ও চিত্রাংকন, পরিবেশনা করেন শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের শিক্ষার্থী নিত্যশ্রী দেবী, নিহা মনি, ওয়াজিফা আকতার, রোকাইয়া আকতার, অভিজিত শীল, রাজশ্রী শীল, জান্নাতুল মাওয়া, তানজিনা কাউছার এবং গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে মোস্তফা মিরাদ, আবু সাঈম, জেরিন আক্তার, মাসুদুল ইসলাম, দেবী দাশ, রাইছা ও প্রিয়ন্তী প্রমুখ। উভয় অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় সামাজিক দিবস-২০২২

মুজিব বর্ষের সফলতা, ঘরেই পাবেন সকল ভাতা

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র "উন্নয়নে যুব সমাজ" কার্যক্রমের আওতায় ০২ জানুয়ারী জাতীয় সামাজিক সেবা দিবস-২২ উপলক্ষে মেখল ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয়ে এবং গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'মুজিব বর্ষের সফলতা, ঘরেই পাবেন সকল ভাতা'। সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন মোঃ আরিফ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউনিয়নে প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি মোঃ আবুল কালাম (মাষ্টার)ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মুজিবুর রহমান। উভয় অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল এর আয়োজনে গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কেন্দ্র ও প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রে গত ১৬ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় সম্ভাব্য ও ঋণ গ্রহণকারী সদস্যদের আধুনিক প্রযুক্তিতে গাভী পালন, হাঁস-মুরগী পালন, ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন ও ব্যবহার এবং জৈব পদ্ধতিতে শাক-সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে ৫৪ জন পুরুষ ও ৪৬ জন নারী মোট ১০০ জন প্রশিক্ষাণার্থী অংশগ্রহণ করে। এতে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ নাবিল ফারাবী, উপজেলা প্রাণী সম্পদ ভেটেরনারী সার্জন ডাঃ মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ, উপসহকারী প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মোঃ ইমাম হাসান এবং উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ আল মামুন শিকদার, সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ ও উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ হাবিবুল্লাহ।

ম্যারিকো বাংলাদেশ লিমিটেড'র সৌজন্যে প্রাপ্ত

হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও পেট্রোলিয়াম জেলি বিতরণ

ঘাসফুল এর উপকাভোগী সদস্য, হাটহাজারী উপজেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি সোনাই মনাই ত্রিপুরা পাড়ার বাসিন্দা, উদালিয়া চা বাগানের শ্রমিক, ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল, ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র, পটিয়া উপজেলার হাইদগাঁও গুচ্ছগ্রাম ও নওগাঁ জেলার আদীবাসীদের মাঝে ম্যারিকো বাংলাদেশ লিমিটেড এর সৌজন্যে প্রাপ্ত ১৫ হাজার হ্যান্ড স্যানিটাজার ও ১০ হাজার পেট্রোলিয়াম জেলি মোট ২৫ হাজার হ্যান্ড সেনিটাইজার ও পেট্রোলিয়াম জেলি বিতরণ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন পটিয়া উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) রাজীব হোসেন ও ঘাসফুল কর্মকর্তাবৃন্দ।

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে নবীন প্রবীণ প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় ঘাসফুল কর্তৃক মেখল ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির উন্নয়নে যুব সমাজের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের আওতায় নবীন-প্রবীণ প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ মার্চ মেখল ইউনিয়নের ফজলুল কাদের চৌধুরী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে আয়োজিত এ ফুটবল ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ সালাহউদ্দীন চৌধুরী, ইউপি সদস্য মোঃ সালাউদ্দিন, মোঃ মামুনুর রশীদ মামুন, মোঃ মঈনুদ্দীন, সাজুরা বেগম, বিলকিস বেগম, সমাজ সেবক সৈয়দ মোঃ মাহফুজুর রহমান, ইছাপুর খেলোয়াড় সমিতির সভাপতি কাজী মোঃ মনজুর আলম, সাধারণ সম্পাদক দিদারুল আলম প্রমুখ। প্রবীণ-নবীণের প্রীতি ফুটবল ম্যাচ ইউনয়নের সকল প্রবীণ ও নবীণদের মাঝে আনন্দের সঞ্চার করে। অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনায় ফুটবল ম্যাচটি সম্পন্ন হয়। প্রবীণদের সাথে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ খেলতে পেরে ইউনিয়নের যুবকগণ খুব আনন্দ উপভোগ করে। খেলায় ৪-২ গোলে এগিয়ে থেকে প্রবীণ ফুটবল দল চ্যাম্পিয়ন হয় এবং যুব ফুটবল দল রানার্স আপ হিসেবে ট্রফি ও মেডেল অর্জন করে। ঘাসফুল এসডিপি ফোকাল মোঃ নাছির উদ্দিনের সার্বিক সমন্বয়ে মেখল ইউনিয়নের সর্বস্তরের প্রবীণ ও নবীনগণ, সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি:

মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে বয়স্কভাতা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গত তিনমাসে ১৪৫জন প্রবীণকে পাঁচশত টাকা হারে মোট ২১৭৫০০/- (দুই লক্ষ সতের হাজার পাঁচশত) টাকা বয়স্কভাতা ও ৩জন মৃত ব্যক্তির সৎকার বাবদ দুই হাজার হারে মোট ৬০০০/- (ছয় হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ১৫৩জন প্রবীণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

পিকেএসএফ' এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এর ঘাসফুল পরিদর্শন

পিকেএসএফ এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরকালে গত ০৫ ফেব্রুয়ারী ঘাসফুল'র প্রধান কার্যালয়ে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। এসময় সফরসঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর ডিজিএম (কার্যক্রম) দীপেন কুমার সাহা এবং ডেপুটি ম্যানেজার (প্রশিক্ষণ) ফজলে হোসাইন। আগত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান ঘাসফুল এর সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী, পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপপরিচালক মফিজুর রহমান, অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপ-পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, সহকারি পরিচালক মোঃ শামসুল হক ও সাদিয়া রহমান, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সৈয়দ মামুনুর রশীদ, ব্যবস্থাপক (ক্ষুদ্রঋণ) ও সমৃদ্ধি কর্মসুচি'র সমন্বয়কারী মো: নাছির উদ্দিন এবং প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তা আবদুর রহমান।

জনাব জসীম উদ্দিন ঘাসফুল এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে কোভিডকালীন সংস্থার চ্যালেঞ্জ, আগামী দশ বছর পর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ভবিষ্যত, অবস্থান, প্রস্তুতি এবং উত্তরণের বিষয়গুলো নিয়ে মতবিনিময় করেন। ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা পূরণ এবং ২০৪১ সালে একটি উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে নতুন আঙ্গিকে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের সম্পর্ক ও সহযোগী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কর্মকান্ডকে পুর্নবিন্যাস করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও আলোচনা হয়। বৈঠকে সংস্থার চলমান কার্যক্রমের একটি ভিজুয়াল প্রদর্শনী উপস্থাপন করেন পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান। আলোচনায় ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ঘাসফুল এর কর্মকান্ডে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, অব্যাহতভাবে পিকেএসএফ এবং ঘাসফুল পার্টনারশীপ সম্প্রসারণে একসাথে কাজ করবে।

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে ঘাসফুলের মানবিক উদ্যোগ: প্রতিবন্ধী শিশু রাজিয়া সুলতানা এখন সুস্থ

পিকেএসএফ এর সহায়তা ও ঘাসফুলের তত্ত্বাবধানে প্রতিবন্ধী শিশু রাজিয়া সুলতানার সুস্থতা অর্জন

৩০ মার্চ চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের অটিজম ও শিশুবিকাশ কেন্দ্রের উদ্যোগে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষায়িত শিশুদের মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই আয়োজনে পিকেএসএফ'র আর্থিক সহায়তায় ঘাসফুলের তত্ত্বাবধান এবং অটিজম ও শিশুবিকাশ কেন্দ্রের চিকিৎসা সেবায় সুস্থ হয়ে অংশগ্রহণ করেন হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নের ০৯ বছর বয়সি প্রতিবন্ধী শিশু রাজিয়া সুলতানা। রাজিয়া সুলতানার সুস্থতায় সহায়তাকারী অটিজম ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রের পরিচালক ডা: মাহমুদ আহমেদ চৌধুরী আরজু ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রের ডাক্তারগণ আনন্দিত হয়েছেন এবং সকলে বলেন, যথাযথ চিকিৎসা,পরিচর্যা ও সহায়তা পেলে প্রতিবন্ধী সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন ধারণ করতে পারে এবং রাজিয়া সুলতানা তার জলন্ত উদাহরণ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী এমপি মহোদয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, চট্টগ্রামে বিভিন্ন বয়সের প্রায় ষোল হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে। আমি চট্টগ্রামবাসীর সেবক হিসেবে তাদের জন্য কাজ করে যেতে চাই। অন্যন্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ডা: নাছিরউদ্দিন মাহমুদ, মোঃ রেজাউল করিম আজাদ, সৈয়দ মোহাম্মদ মোরশেদ হোসেন, শিশু বিশেষজ্ঞ বাসনা মুহুরী, চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের অটিজম ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রের চিকিৎসকবৃন্দ। বিশেষায়িত শিশুদের মিলন মেলায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা হতে বিভিন্ন বয়সী সহস্রাধিক অটিজম ও প্রতিবন্ধী অংশগ্রহণ করেন। এতে অটিজম ও প্রতিবন্ধীদের তৈরী করা পণ্য সম্বলিত স্টল ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

শোক সংবাদ

আমরা শোকাহত

নওগাঁ জোনের সতিহাট শাখায় কমর্রত সহকর্মী সহকারি কর্মকর্তা গোলাম রসুল গত ২৮জানুয়ারি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাহী রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। ঘাসফুল পরিবার মরহুমের প্রতি গভীর শোক ও পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং মহান আল্লাহ'র দরবারে তাঁর আত্মার মাগফেরাত ও নাজাত কামনা করেন।

সরকার ঘোষিত কোভিড গণটিকা প্রদান কার্যক্রমে ঘাসফুল এর স্বাস্থ্য সহকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ

গত তিনমাসে সরকার ঘোষিত কোভিড গণ টিকা প্রদান কার্যক্রমে ঘাসফুল এর কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২৯ নং ওয়ার্ড এর পশ্চিম মাদারবাড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২৭৫০ জন, পোস্তার পাড় আছমা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২৫৮৫ এবং ০২টি গার্মেন্টস- রয়েল এ্যাপররেলসে ১৭০০ জন ও কে গার্মেন্টসে ৩৩০৩ জন মোট ১০৩৩৮ জনকে কোভিড টিকা প্রদান করে।

টিকা প্রদান কার্যক্রমে ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেন ইনচার্জ সেলিনা আক্তার, স্টাফ নার্স হোসনা বানু। উল্লেখ্য ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মীগণ সরকার ঘোষিত টিকাদান কার্যক্রমের শুরু থেকেই কর্ম-এলাকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৭টি ওয়ার্ডে স্থানীয় জনগণের মাঝে কোভিড টিকা গ্রহণে ব্যাপকভাবে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

প্রোগ্রামের নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এর স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপকারভোগী সদস্যদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গত তিনমাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
সাধারণ চিকিৎসা সেবা	৮৩২জন
টিকাদান কর্মসূচি	৩৬৮জন
পরিবার পরিকল্পনা	১৩৭৭জন
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৫৩৮৮জন
হেলথ কার্ড	১৩৬৯টি

নারীদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে সর্বত্র....

শেষ পৃষ্ঠার পর

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী, পরিচালক ফরিদুর রহমান, উপপরিচালক মফিজুর রহমান, মারুফুল করিম চৌধুরী, সহকারী পরিচালক খালেদা আক্তার, সাদিয়া রহমান, ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনূর রশীদ, শিপ্রা বড়ুয়া, মোস্তফা জামাল উদ্দিন, শাহাদাৎ হোসেন হিরা, প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম, সহকারী ব্যবস্থাপক জহির উদ্দিন, জেসমিন আক্তার, নাছিমা আক্তার, কর্মকর্তা ইমরানা নাসরিন, জান্নাতুল ফেরদৌস, নার্গিস আক্তার, এটিএম তৌহিদুল ইসলাম, মোঃ শরীফ হোসেন মজুমদার, সুমন দেব, আবদুর রহমান প্রমুখ।

সকাল ১০টায় চট্টগ্রাম নগরীর পশ্চিম মাদাবাড়ীস্থ ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্কুলের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং কর্মচারীবৃন্দদের নিয়ে কেক কেটে দিবসটি উদযাপন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে অধ্যক্ষ মাহমুদা আক্তার, সিনিয়র শিক্ষিকা জান্নাতুল মাওয়া, সহকারী শিক্ষিকা-তানজিনা হক, নাজমা আকতার এবং স্কুলে ইন্টার্ন করতে আসা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাবিহা বিনতে জসিম, রাশেদা আকতার এবং ফারজানা। অন্যদিকে সকাল ১০.০০ টায় ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২২ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল এর ব্যবস্থাপক ও এসডিপি ফোকাল মোঃ নাছিরউদ্দিনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউনিয়ন পরিষদের সম্মানীত চেয়ারম্যান মোঃ সালাউদ্দিন চৌধুরী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ আবদুল মালেক, বিশিষ্ট সমাজসেবক সৈয়দ মোঃ হাসানশাহ, মেখল ইউপি সদস্য সাজুরা বেগম, বিলকিস বেগম। অনুষ্ঠানে ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আগত বিভিন্ন শ্রেণী পেশার নারী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বক্তাগণ নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন নারীদের সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলে দেশ ও জাতি উন্নয়নের শিখরে উঠে আসবে।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৪৫৩৬
সদস্য সংখ্যা	৭৩৭০৭
সঞ্চয় স্থিতি	৭৬৬২২৩৭০১
ঋণ গ্রহীতা	৫৮২০১
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	২০৮৪৩৯১৯৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	১৮৮৯৪১০৩৬১৩
ঋণ স্থিতির পরিমান	১৯৪৯৮১৬০৮৮
বকেয়া	১৮৮৭১০২৪৭
শাখার সংখ্যা	৫৭

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ৬৯জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন গত তিন মাসে । ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ২১৩৯০০৮/-(একুশ লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার আট) টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৭৩৯৫৯০/- (সাত লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার পাঁচশত নব্বই) টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৩৫০০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা।

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ আভ্যন্তরীণ ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণগুলোতে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ।

এক নজরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বিষয়	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	আয়োজক
Microfinance Program and Mental Stress	১২-১৩ জানুয়ারি	২৯	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ
Microemterprise and Financial analysis	২০-২৪ ফেব্রুয়ারি	০১	পিকেএসএফ
National Youth Parliament 2022	২৬ ফেব্রুয়ারি	০১	ডিওয়াইডিএফ ও এমজেএফ
Stress and Microfinance Program	১৩মার্চ	১২	ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ

শেষের পৃষ্ঠা
• বর্ষ ২০২২ • সংখ্যা ০১
• জানুয়ারি - মার্চ

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ২১ বছর

তিনটি ভিন্ন স্থানে ঘাসফুল এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

নারীদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে সর্বত্র

'টেকসই আগামীর জন্য, জেন্ডার সমতাই আজ অগ্রগণ্য' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ০৮ মার্চ ঘাসফুল'র উদ্যোগে তিনটি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা হয়। সকাল ১১টায় চট্টগ্রাম চান্দগাঁস্থ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে কেক কেটে দিবসটি উদযাপন করেন ঘাসফুল-চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, নির্বাহী পরিষদের যুগ্ম সাঃ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, সদস্য প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম, সাধারণ পরিষদ সদস্য জাহানারা বেগম, শাহানা মুহিত, নাজনীন রহমান। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ঘাসফুল চেয়ারম্যান বলেন, নারীদের বাদ দিয়ে একটি দেশের সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। সুতরাং নারীদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে সর্বত্র।

◢ বাকী অংশ ১৯তম পৃষ্ঠায় দেখুন

সম্মাননা পেলেন বরণ্য নারী ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত মরহুম শামাসুন্নাহার রহমান পরাণ

মুজিব শতবর্ষ সমাপনী, স্বাধীনতার সূর্বণজয়ন্তী এবং আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে গত ২১ মার্চ চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবস্থ বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে মাসিক চাটগাঁ ডাইজেস্ট এর উদ্যোগে পাঁচজন বরণ্য নারীকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা বেগম রোকেয়া পদকপ্রাপ্ত (মরণোত্তর) প্রয়াত শামাসুন্নাহার রহমান পরাণ এর পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করেন তাঁরই সুযোগ্য নাতনী ঘাসফুলের সহকারি পরিচালক সাদিয়া রহমান।

ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ'র ১১০তম সভা

ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমানের ৭ম মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা

২৬ ফেব্রুয়ারী ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী'র সভাপতিত্বে ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের ১১০তম (৪র্থ/২০২১-২২অর্থবছর) সভা ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে ১৮ ফেব্রুয়ারি ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা মরহুম শামসুন্নাহার রহমান পরাণের ৭ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় সংস্থার চলমান কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সহ-সভাপতি শিব নারায়ণ কৈরী, সাধারণ সম্পাদক সমিহা সলিম, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, কোষাধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফা, নির্বাহী সদস্য প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম ও পারভীন মাহমুদ এফসিএ। এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরীসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়া একইদিন সকাল ৯.৩০টায় ঘাসফুল ফিন্যান্স এন্ড অডিট কমিটির আহ্বায়ক জনাব পারভীন মাহমুদ এফসিএ'এর সভাপতিত্বে ১৩তম (২য়/২০২১-২০২২ অর্থবছর) সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপদেষ্টা মন্ডলী
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
ডেইজী মউদুদ
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মো: ফরিদুর রহমান
মফিজুর রহমান
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

প্রকাশনা : ঘাসফুল, বাড়ি # ৬২, রোড # ০৩, ব্লক # বি, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম- ৪২১২, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৮৬১৩, ২৮৬৮৭৬৮, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৫৮৬২৯
মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫, ইমেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ghashfulheadoffice@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org